

প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

● প্রথম পাতার পর

আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ভাঙচুর করা হয়েছে সফররত সাংসদদের গাড়িও। সেইসাথে তাদের দৈহিকভাবে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে। যা গোটা দেশের কাছে এরাঙ্গের মাথাকে হেঁট করে দিচ্ছে। এরাঙ্গের জন্য খুবই লঙ্কার এ ধরনের ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শপথ নিতে হবে— পরিস্থিতি যত কঠিন হোক না কেন, সন্ত্রাস যত বাড়বে, জনগণের প্রতিরোধের মানসিকতাও বাড়বে। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি লড়াইয়ের মর্যাদাশে থাকবে।

নিহত যুবক

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা অন্তর্গত উত্তর মহারানীপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক আহত হন। দ্রুত গতিতে থাকা বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক পলেন দেববর্মী দুর্ঘটনায় পড়েন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। মাথায় হেলমেট না থাকায় ঐ যুবক আঘাত বেশি পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাসের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গেল গির্জার গেটও

পাথানামথিতা।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): দ্রুত গতিতে একটি বাস এগিয়ে আসছিল। বাক নেওয়ার সময় সেটি কিছুটা পাশের লেনে ঢুকে পড়ে। সে সময় উলটে দিক থেকে একটি গাড়ি আসছিল। বাক নেওয়ার সময় কাছাকাছি চলে আসায় বাসচালক কাতানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি। গাড়ির ডান দিকের সঙ্গে বাসের ডান দিকের জোর সংঘর্ষ হয়।

সেই সংঘর্ষে মূল রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে গাড়িটি। আর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গির্জার গেটে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। আর সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রিটের বিশাল বড় গেট বাসের উপরে ভেঙে পড়ে। বাসের সামনের অংশ পুরো দুমড়েমুচড়ে যায়। ভরানক এই দুর্ঘটনায় শনিবার ঘটেছে কেরালার পাথানামথিতা জেলার কিকাভারোরে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ কেরালা পরিবহণের একটি বাস পাথানামথিতা থেকে তিরুবনন্থপুরে মাছিল। ফাঁকা রাস্তা থাকায় দুরন্ত গতিতে ছুটছিল বাসটি। কোমির কাছে রাস্তায় বাক নেওয়ার সময় বাসটি পাশের লেনে ঢুকে পড়েছিল। সেই সময় একটি গাড়ি ওই লেন ধরেই পাথানামথিতার দিকে যাচ্ছিল। বাক নেওয়ার সময়েই গাড়িটিকে ধাক্কা মারে সরকারি বাসটি। তার পরই সেটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে একটি গির্জার মূল গেটে। এই ঘটনায় মোট ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাসচালক এবং বাসের এক মহিলা যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পণের টকা দিতে পারেননি বর ফিরে গেলেন পাত্রী

ঘাটকেশ্বর।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): বর এসেছে বিয়ে করতে কিন্তু পাত্রীর বাবা টকা জোগাড় করতে পারেননি, যথারীতি বিয়ে ডেডে গিয়ে পাত্রীর। এমন ছবি এদেশে নতুন নয়। কিন্তু যদি উলটেটা ঘটে। অর্থাৎ পাত্রের বাড়ি থেকেই পণের টাকা কম মাল্যায় বিয়েতে বৈকে বসেন পাত্রী! ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে তেলেঙ্গানায়। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। পাত্রীর বাড়ি থেকে আসেই দাবি করা হয়েছিল বর পণ। সেই মতো টকা দিতে সম্মতও হয়েছিলেন পাত্রের পরিবার। কিন্তু বিয়ের দিন মণ্ডপে পৌঁছে দেখা গেল তখনও পাত্রী এসে পৌঁছাননি। কথা ছিল তেলেঙ্গানার শহরের বাইরে ঘাটকেশ্বর নামে একটি জায়গায় বিয়ের মণ্ডপে আসবেন পাত্রী এবং তার পরিবার। কিন্তু উপযুক্ত সময় পারিয়ে গেলোও আসরে দেখা যায়নি তাদের। পাত্রীর পরিবারের বিশ্রামের জন্য যে হোটেলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, সেখানে বেতেই খারাপ খবর পান পাত্রের পরিজনরা। জানা যায়, নির্ধারিত পণের অঙ্কের থেকে আরও ২ লক্ষ টাকা বেশি দাবি করা হয়েছিল পাত্রীর পরিবারের তরফে। কিন্তু সেই টাকা দিতে না পারায় বিয়ে করতে যেতে নারাজ পাত্রী। এরপরই পাত্রের পরিবার সোজা ছোটো থানায়। পাত্রীর পরিবারও থানায় যায়। সেখানেই দুই পক্ষ নিজদের যুক্তি দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত বামোলা বেশি দূর গড়ায়নি। আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া হয় বিষয়টা। থানায় কোনও অভিযোগও দায়ের হয়নি। কিন্তু এতকিছু পরেও শেষ অবধি বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। আগাম পণের জন্য দেওয়া ২ টাকা পাত্রের পরিবারকে ফিরিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি চলে যায় পাত্রীর পরিবার।



সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসে আগরতলায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন সর্বভারতীয় নারী নেত্রী রমা দাস।

দেশের ৭১ হাজার স্থানে সক্রিয়, দাবি সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : সংঘের আরও সম্প্রসারণ ঘটাতে তিন হাজার শতাধী বর্ষবিস্তারক নিয়োগ করছে আরএসএস। ২০২৫ সালে সংঘের প্রতিষ্ঠার শততম বার্ষিকী পালিত হবে। তার আগেই এই সর্বক্ষণের প্রশিক্ষিত কর্মীদের দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৮০০ বিস্তারক ইতোমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছেন। বাকিদেরও শীঘ্রই পাঠানো হবে। আরএসএস'র সংগঠনে এই বিস্তারকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এরা সংঘের মতাদর্শ ছড়ানোর কাজ করে, সংগঠনের প্রাথমিক কঠামো গড়ে তোলে।

রবিবার থেকে হরিযানার পানিপথে সংঘের অধিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভার বৈঠক শুরু হয়েছে। সারা ভারত থেকে নির্বাচিত সংঘের শীর্ষ নেতারা, সংঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনের মাথাবরাও হাজির রয়েছেন এই সভায়।

সংঘের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য রবিবার জানিয়েছেন, এখন গোটা দেশে সংঘের ৬৮,৬৫১ টি শাখা কাজ করছে। এর মধ্যে ৪২,৬১৩ টি দৈনিক শাখা, ২৬,৮৭৭ টি সাপ্তাহিক শাখা, ১০,৪১২ টি মাসিক শাখা যাকে সংঘ 'সংঘ মণ্ডলী' বলে অভিহিত করে। ২০২০-র পর থেকে শাখার সংখ্যা বেড়েছে। ৩৭০০ নতুন জায়গায় শাখা চালু হয়েছে। মোট ৬১৬৯ নতুন শাখা

খোলা হয়েছে। বিশেষ করে সাপ্তাহিক শাখার সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। এখন দেশের ৭১,৩৫১ টি স্থানে সংঘের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা রয়েছে। সংঘের লক্ষ্য, ২০২৫-এর মধ্যে এই সংখ্যা ১ লক্ষে পৌঁছে দেওয়া।

বস্তুত, মোদি সরকার গঠনের পর থেকে সংঘের শাখা বেড়েছে, সক্রিয়তাও বেড়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে শাসক তৃণমূলের আমলে সংঘের শাখার বৃদ্ধি লক্ষ্যায়।

কিন্তু শুধু শাখার সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, আরএসএস সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ আরও বাড়তে চাইছে। যারা ইতোমধ্যেই সংঘের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাদের নিজ নিজ পেশায় জায়গায় সক্রিয় হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অতীতে সংঘের সদস্যরা পরিচয় প্রকাশ করতেন না। এখন বিজেপি সরকারের আমলে তাদের প্রকাশেই তৎপর হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তথাকথিত

সংঘের 'জাতীয়তাবাদের' ধারণা নানা রূপে সামনে আনার চেষ্টা চলছে। বৈদ্য এদিন বলেছেন, ৭৫তম স্বাধীনতা বর্ষ পালন করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-র 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতা-র 'স্ব' কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব' কী, 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ

শ্রমিক বিরোধী কর্পোরেটপন্থী নতুন শ্রম আইন কর্ণটকে

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ: বিজেপি শাসিত কর্ণটকে বিদেশি কোম্পানির লবিবাড়িতে বদলে দেওয়া হল শ্রমআইন। রচিত হল শ্রমিক বিরোধী স্বৈরতন্ত্রের নতুন ইতিহাস। যে নীতিতে শ্রমিকদের ব্যাপক শোষণ করার জন্য ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হলো কর্পোরেটদের। শ্রমিক-দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত অধিকারের জলাঞ্জলি হওয়ার সূত্রপাত হল এর মধ্য দিয়ে।

কর্পটিকের বিজেপি সরকারের নতুন আইনে বলা হচ্ছে, কর্মীদের দিয়ে একতানা বারো ঘণ্টার শিফট করানো যাবে। নাইট শিফটেও কাজ দেওয়া যাবে মহিলাদের। কোনো রকম প্রতিবাদ গ্রহণ হবে না। একই সঙ্গে কাদের পরিশ্রম নিয়ে এবং কাজের সুযোগ নিয়েও নানা ধরনের বিষয় বলা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একমাত্র কোম্পানি মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। আর তা করতে গিয়ে শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কর্ণটিকের সরকার।

সমালোচকদের মতে, এই নয়া আইনে কার্যত স্বৈরতন্ত্রের মতো কর্মীদের যথেষ্ট কাজ করানোর নীতিই সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে গেল। অ্যাপেলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ান তৈরি করে ফলস্কান নামের এক সংস্থা। তারা জানিয়েছে, এই সংশোধনীর মাধ্যমে আরও বেশি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। ঘড়ি ধরে দিনে দুটি করে ১২ ঘণ্টার শিফটের মাধ্যমে সর্বজন উৎপাদন চালানো যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, কর্ণটিকের শ্রমআইন সংশোধনের সিদ্ধান্তের পিছনে রাজ্যের শিল্প সংগঠন এবং ফলস্কান ও অ্যাপেলের মতো বিদেশি সংস্থাগুলির প্রচুর সুপারিশ রয়েছে।

নেই তৃণমূল মিলে

● প্রথম পাতার পর
আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি শব্দ বালেনি মোদি। সংসদীয় তদন্তের দাবিও মানেননি তিনি। তাই আধিকেশনে ফের একই দাবি জানাবেন বিরোধীরা।
এদিন কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়াগে বলেন, অধিবেশনে আশানি তদন্ত ছাড়াও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী যেভাবে তদন্তের নামে বিরোধী নেতাদের হয়রানি করছে তা বন্ধের দাবিতে সরব হবেন। আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারকে সিবিআই ইডি অভিযানের নামে যে হয়রানি চালাচ্ছে তার তির সমালোচনা করেন খারগে। তিনি বলেন, এভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বরের অভিযান চালাচ্ছে মোদি সরকার।

কিন্তু ওই অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার পরও স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টেও ম্যারেজ রেজিস্ট্রাররা সমালিঙ্গের বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে রাজি হচ্ছেন না। ফলে জীবন বিমা কোম্পানি তাদের নমিনি হিসাবে দাম্পত্য সম্পর্কে মান্যতা

শুভেন্দু, হিমন্তদের ছবি দিয়ে পোস্টার হায়দরাবাদে, বিজেপিতে গেলেই সাধু?

হায়দরাবাদ।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যা কে কবিতাকে দিল্লিতে জেরা করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিল্লির মদকাণ্ডে তলব করা হয়েছে তাকে। এর প্রতিবাদে দিল্লি ও হায়দরাবাদে পাশে নেমেছে কবিতার দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি। হায়দরাবাদে তাদের প্রতিবাদী হোর্ডিং, পোস্টারে জ্বল জ্বল করছে চার বিজেপি নেতার ছবি। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাড়াও আছে মহারাষ্ট্রের নেতা নারায়ণ রাণে এবং মধ্যপ্রদেশের জ্যোতিরাদিত্য সিদ্ধিয়ার ছবি।

এই চারজনই অনাদল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের পাঁচ

ভারত রাষ্ট্র সমিতি তাদের হোর্ডিং, পোস্টারে এই চার নেতার ছবি দিয়ে বলেছে, রেইড ডিটারজেন্ট অর্থাৎ ইডি, সিবিআইয়ের তল্লাশির পর এদের পোশাকের রং বদলে গিয়েছে। পাশেই কবিতার ছবি দিয়ে বলা হয়েছে, তার পোশাকের রং অপরিবর্তিত। অর্থাৎ ইডি, সিবিআইয়ের অভিযানের ভয়ে তিনি বিজেপিতে যাবেন না।

দেশের আটজন প্রথম সারির বিরোধী নেতা গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা চিঠিতে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনিষ সিনোদিয়ার গ্রেকতারির প্রতিবাদ জানান। সেই চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-সহ বিজেপির একাধিক নেতার নাম করে বলা হয় তারা অনাদলে থাকার সময়

সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেসিআরের পাঁচ চিঠির সেই বক্তব্যই তুলে ধরেছে পোস্টার, হোর্ডিংয়ে। রাজনৈতিক মহলের খবর, প্রধানমন্ত্রীকে সেই চিঠি লেখার পিছনে ছিলেন কেসিআর স্বয়ং। চিঠির খসড়া তারই তৈরি। তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুকুল রায়ের নামও ছিল। বলা হয় নারদ কাণ্ডে শুভেন্দু, মুকুলদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর। দুর্জনেই তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তুর নাম জড়িয়েছিল সারাদ কাণ্ডে। তখন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন।



বিলোনীয়ায় কাস্তিলাল দে'র ভস্মীভূত বসত ঘর।

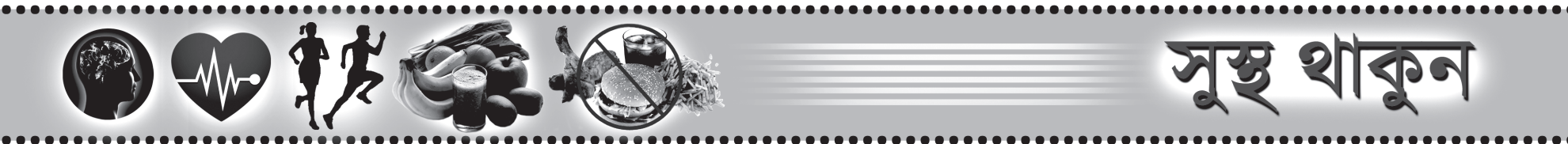
বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে ৪ সমলিঙ্গ দম্পতি

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): চার বছর আগে সংবিধানের ৩৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সমলিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকেরা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের সুবাদে এই ধরনের সমলিঙ্গের সম্পর্কের আইনি স্বীকৃতি নেই দেশে। দেশের সমলিঙ্গের চার দম্পতি সুপ্রিম কোর্টে তাদের বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে মামলা করেছেন। সেই মামলার শুনানি শুরু হবে আগামী সোমবার থেকে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেক্স সোমবার থেকে টানা শুনানি করে শীর্ষ আদালতের অবস্থান জানিয়ে দেবে। যা আরও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হতে পারে, আশাবাদী মামলাকারীরা। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে দেশের হাইকোর্টগুলিতে দায়ের হওয়া মামলাগুলিও একই সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। চার মামলাকারী তাদের আবেদনে বলেছেন, সমলিঙ্গের স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করছে না আইনমন্ত্রক।

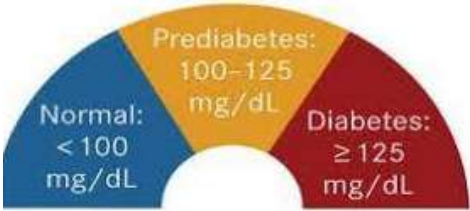
দিয়ে না। একটি মামলার এক দম্পতি বলেছেন, তারা একটি শিশুকে দত্তক নিতে চান। শিশু দত্তক নেওয়ার সব শর্ত পূরণ করার পর শেষ মুহূর্তে বৈকে বসেছে কর্তৃপক্ষ। দম্পতি হিসাবে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দাবি করা হয়। আর এক দম্পতি জানিয়েছেন, তাদের একজনের অ পার্শ্বেশনের আগে নিকটজনের তরফে হাসপাতালে জমা করা সম্মতির গৃহীত হয়নি। আইনিভাবে বিয়ের নথিপত্র দেখাতে না পারায়। এজিভিটি অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলির বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন স্তরের আদালতে বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে কয়েক হাজার মামলা হয়েছে। কিন্তু বিচারকেরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। তাদের মতে এর একটি কারণ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের বিয়ের বিষয়ে আইনি অবস্থান পুষ্ট করেনি। সুপ্রিম কোর্টেও বর্তমান সরকার ৩৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের রায়ের বিরোধিতা করেছিল। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মোদি সরকারের নীতিগত অবস্থানের কারণেই সমলিঙ্গের বিয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করছে না আইনমন্ত্রক।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO : e-PT -78/EE/ RD/TLM-DIV/2022-23 Dt. 07-03-2023.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in single bid System in Triupura PWD Form No. 8 from the eligible bidders upto 3.00 PM on 20-03-2023 for 04 (Four) Nos. works. For details visit website :- <https://tripuraretenders.gov.in> and contact **03825-262095 / 8731074766**. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Sd/- Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA-C-4414-23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)			
The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R & B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work :			
Sl. No.	DNleT No. & PNleT No.	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	139/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2022-23 & 88/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23	Upto 3.00 pm on 10-04-2023	At 4.00 pm on 10-04-2023 (if possible)
Note : The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuraretenders.gov.in .			
ICA-C-4408-23		Sd/- (Er. Nihar Rr. Debbarma) Executive Engineer Mohanpur Division, PWD (R & B) Mohanpur, West Tripura.	



কী খাবেন প্রি-ডায়াবেটিসে ?



রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কিন্তু ডায়াবেটিসের নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম থাকলে তাকে প্রি-ডায়াবেটিস বা বর্ডার লাইন ডায়াবেটিস বলে। ৮৪ শতাংশের বেশি মানুষ জানেন না যে তাঁরা

প্রি-ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। শুধু ১১ শতাংশ মানুষ প্রি-ডায়াবেটিস নিয়ে সচেতন। প্রি-ডায়াবেটিস পরবর্তী সময়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।
প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি—

কারও শরীরের বি এম আই (বডি মাস ইনডেক্স) ২৫ এর বেশি হলে, নারীদের কোমরের মাপ ৩৫ ইঞ্চি থেকে ও পুরুষদের ৪০ ইঞ্চি থেকে বেশি হলে প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। বংশে বিশেষ করে মা-বাবা,

ভাই-বোনের ডায়াবেটিস থাকলে এবং ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করলে এই ঝুঁকি বাড়ে।

অতিমাত্রায় ফাস্ট ফুড খাওয়া বা কোমল পানীয় পানো এই ঝুঁকি বাড়ে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্ত চর্বি র মাত্রা বেশি, হৃদরোগ, থাইরয়েডের সমস্যা ও পি সি ও এস, ধূমপানের অভ্যাস থাকলে প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

প্রতিরোধে পুষ্টি—
প্রি-ডায়াবেটিসের জন্য জীবনযাত্রার পরিবর্তনই একমাত্র চিকিৎসা। অর্থাৎ এর জন্য সাধারণত ঔষধ লাগে না। এক্ষেত্রে প্রথমত সতর্ক থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিয়ম মানতে হবে। শর্করাবহুলা খাবার যেমন সাদা ভাত, সাদা রুটি, মিষ্টি ফল হিসাব করে খেতে হবে।

অর্শাবহুল খাবার যেমন ডাল, শাকসবজি, টক ফল ইত্যাদি বেশি খেতে হবে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন ঘি, মাখন, ডালডা কম খেতে হবে। এসবের পরিবর্তে সয়াবিন তেল, ক্যানোলা তেল, সূর্যমুখীর তেল ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। বেশি করে মাছ

খাওয়া দরকার। মুরগির চামড়াবিহীন মাংস খাওয়া ও লাল মাংস কম খাওয়ার অভ্যাস করা যেতে পারে।

ডিম সন্ধে ও দুধ পরিমাণমতো খাওয়া জরুরি। একইসঙ্গে চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া এবং ভিটামিন সি-জাতীয় ফল খাওয়া উচিত। সব ধরনের শাক, কম ক্যালরি ও কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সবিশিষ্ট খাবার যেমন লাউ, পেঁপে, চিচিঙ্গা, ঝিঙে ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। রান্নায় খুব বেশি লবণ বা পাতে লবণ খাওয়া উচিত নয়।

সপ্তাহে ৫ দিন ৩০ মিনিট করে জ্রুত হাঁটুন। একসঙ্গে ৩০ মিনিট না পারলে ১০ মিনিট করে দিনে ৩ বার হাঁটুন। ওজন ঠিক রাখা প্রি-ডায়াবেটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধূমপান ও তামাক সেবন বন্ধ করতে হবে।

প্রি-ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম ও শুষ্কলা মেনে চলতে হবে। ঘুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

বসন্তের রোগশোক

প্রকৃতি বসন্ত যেভাবে গ্রহণ করে, মানুষের শরীর সেভাবে পারে না। এ সময় দিনে গরম আবার রাতে ঠান্ডা এমন অবহাওয়ায় শরীর খারাপ হতে পারে কারও কারও।

বসন্তকালে শারীরিক নানা জটিলতার কিছু অনুঘটকও রয়েছে। এ সময় বাতাসে ধূলিকণা, ফুলের রেণু, পাতা ওড়া বেড়ে যায়। বসন্তে ফুলের একটি বড় অংশের পরাগায়ন ঘটে বাতাসের মাধ্যমে। তাই বসন্তে পুষ্পরেণু অ্যালার্জি সাধারণ ঘটনা। শুষ্ক হাওয়ায় ধূলাবালু থেকেও অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইটি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ চুলকানো ও চোখ লাল হয়ে যাওয়া। তাই যাদের একটি অতি সংবেদনশীলতা বা অ্যালার্জির প্রবণতা আছে, তাঁদের এই সময়টা থাকতে হবে সাবধান। অ্যালার্জিজনিত এসব সমস্যা এড়াতে মুখে মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করতে পারেন।

বসন্তকালের কাশি বেশিরভাগ সময় দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনা আপনি সেরে যায়। উপসর্গ থেকে আরাম পাওয়ার জন্য কাশির সিরাপ নয়; বরং কিছু উপদেষ্টা মেনে চলতে পারেন।

প্রতিরোধে
প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। এতে কফ পাতলা হবে। গরম জলের ভাপ নিতে পারেন।



এতেও কফ পাতলা হবে, তবে মনে রাখবেন, ভাপে করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য ভাইরাস মারা যায় না। শুকনা কাশিতে গলা খুসখুস করলে হালকা গরম জলে একটু লবণ দিয়ে কুলকুচি বা গার্লি করুন। মুখে কোনও লেজেন্স, লবঙ্গ বা আদা রাখলেও আরাম পাবেন।

করণীয়—
ঘর থেকে বের হওয়ার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নিন। যদি রাতের দিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সঙ্গে একটা গরম কাপড় রাখুন। আবার একগাঢ় শীতের কাপড় পরার কারণে যেমে গিয়ে ঘাম বসে শরীর খারাপ হতে পারে। শীত বিবেচনায় রেখে কাপড়, কাঁথা ব্যবহার

করুন। বাড়িতে বা অফিসে কেউ ভাইরাস জ্বর বা সর্দি-কাশিতে ভুগলে সতর্ক থাকুন। কারণ, এগুলো সংক্রামক রোগ। তাই সম্ভব হলে একটু দূরত্ব বজায় রাখুন।

কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, রক্ত দেখতে পেলে, কাশতে কাশতে যখন শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে বা প্রচণ্ড জ্বর থাকছে, কথা বলতে কষ্ট হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যেকোনও কাশি দুই বা তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকলে অবশ্যই বন্ধব্যায়ি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন।

বসন্তে ফুলের রেণু ও ধূলাবালু থেকে অনেকের হাঁপানি বেড়ে যেতে পারে। শ্বাসটান বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শে ইনহেলার নিতে হবে।

কী করবেন ‘কোল্ড সোর’ বা জ্বরঠুটো উঠলে ?

জ্বরঠুটো বা ফিভার রিস্টারের সঙ্গে আমরা কম-বেশি পরিচিত। একে অনেক সময় কোল্ড সোরও বলা হয়। মরশুম বা আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকেরই জ্বর হজেছে। এ জ্বর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসজনিত।

প্রায়ই এমন জ্বর সেরে যাওয়ার পর অনেকের ঠোঁটের পাশে ঠুটো বা ফুসকুড়ির মতো উঠতে দেখা যায়। আবার কারও কারও প্রায় সারা বছরই ঠোঁটে বা নাকের পাশে জ্বরঠুটো হয়। জ্বরের পরে এটি দেখা যায় বলে ইংরেজিতে এর নাম ফিভার রিস্টার।

জ্বরঠুটো হলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি ব্যাখ্যা কষ্ট পেতে হয়। বলা হয়ে থাকে, জ্বরঠুটো ছোঁয়াচে। এটি সারতে সময় লাগে। অনেকে আবার বলেন ভিটামিনের অভাবে জ্বরঠুটো হয়।

লক্ষণ—
ঠোঁটের কোণে বা এর আশপাশে গুচ্ছবদ্ধ ফুসকুড়ি ওঠে। এ সময় অনেকের জ্বর থাকে বা জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর এমন ফুসকুড়ি দেখা দেয়। ফুসকুড়িগুলো ব্যথা করে, মুখ খুলতে বা খেতে গিয়ে কষ্ট হতে পারে। এ সময় বিভ্রান্ত কিংবা বমি, মাথাব্যথা থাকতে পারে।

যে কারণে হয়—
জ্বরঠুটোর মূল কারণ হলো হারপিস সিমপ্লেক্স টাইপ-১ ভাইরাসের সংক্রমণ। এই সংক্রমণের কারণেই জ্বরও আসে। তবে অন্য কোনও সংক্রমণজনিত জ্বরেও জ্বরঠুটো উঠতে পারে, যদি সেই সংক্রমণের কারণে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়।

করণীয়—
অ্যান্টিভাইরাল উপাদানসমৃদ্ধ টি টি অয়েল তুলায় নিয়ে জ্বরঠুটোয় ব্যবহার করুন। দিনে বেশ কয়েকবার ব্যবহারে ভাইরাসের সংক্রমণ মুক্ত হওয়া সম্ভব। এছাড়া সূতি কাপড় অ্যাপেল সিডার ভিনোগারে ভিজিয়ে জ্বরঠুটোয় ব্যবহারে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। রসুনের কোয়া বেটে সরাসরি ক্ষতস্থানে দিনে অন্তত দুই থেকে তিনবার ব্যবহারেও দ্রুত উপকার পাবেন।

ক্ষতস্থানে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালসমৃদ্ধ মধু লাগিয়ে রাখুন ৫ থেকে ১০ মিনিট। দিনে অন্তত দু'বার ব্যবহার করুন। দেখবেন, জ্বরঠুটো দ্রুত সেরে যাবে। জ্বরঠুটো আক্রান্ত স্থানে অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। তবে কোনওভাবেই জ্বরঠুটো আক্রান্ত স্থানে নখ লাগাবেন না। অনেক সময় ব্লিস্টার হাত দিয়ে খোঁচাখুঁচির কারণে ইনফেকশন হয়ে ঝুঁকি আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে। কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এই সংক্রমণ থাকলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রতিকার—
জ্বরঠুটো যেহেতু ছোঁয়াচে, তাই সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জলের গ্লাস, চামচ কিংবা প্রসাধনী ব্যবহারে বিরত থাকুন। এমনকি নিজের জ্বরঠুটো স্পর্শ করলেও ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। মানসিক চাপ মুক্ত থাকা ভালো। সানস্ক্রিন ক্রিম, লিপ-বাম ব্যবহার করা ঠোঁটের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যেকোনও সংক্রমণ ঠেকাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, পুষ্টির খাবার গ্রহণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো দরকার।



অতিরিক্ত ডিজিটাল স্ক্রিন টাইমের হ্যাপা



‘স্মার্টফোন’ বা ‘ল্যাপটপ’ ছাড়া আধুনিক জীবন ভাবাই যায় না। তবে এর ক্ষতিকর দিকগুলো ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। পর্দায় তাকিয়ে থাকার সময় চোখের পলক কম পড়ে। অনেকে আবার স্মার্টফোন স্বাভাবিকের তুলনায় চোখের বেশি কাছে এনে দেখেন।

টেলিভিশন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে নির্গত আলো চোখের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি করে; ঘাড়ব্যথা কিংবা মাথাব্যথার কারণও হয়ে উঠতে পারে এসব ডিভাইস। ক্ষতিকর দিক— ডিজিটাল স্ক্রিনে একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখ লাল হয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায়; ঘুমের সমস্যা হয়; মনোযোগের অভাব হয়। শিশুর মানসিক ও শারীরিক নানান সমস্যা হয়। বর্তমানে নানান সমস্যায় ভুগছেন বয়স্ক ব্যক্তিরাও।

চোখের ক্ষতি — একটানা ডিজিটাল স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে সেটির নীল আলো চোখের ওপর চাপ ফেলে। চোখ ডিজিটাল ডিভাইসের আলোর তীব্রতা ফিল্টার করতে পারে না। ফলে রেটিনার ক্ষতি হয়। দৃষ্টিশক্তির জন্য রেটিনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ম্যাকুলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ম্যাকুলায় ডিস্কনারেশন)। এটি মূলত বয়সজনিত রোগ কিন্তু এখন কম বয়সেই হচ্ছে। ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে মায়েপিয়া, অর্থাৎ দূরের জিনিস স্পষ্ট

দেখতে না পাওয়ার সমস্যা শিশুদের মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। যেসব শিশু আগে থেকেই চশমা ব্যবহার করত, তাদের অনেকেই চশমা পাওয়ারও বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে।

শিশুদের ক্ষতি কেন বেশি — বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিজে থেকেই ক্ষতিকর আলোর বিরুদ্ধে লড়াইতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষতিকর নীল আলো সরাসরি চোখে প্রবেশ করতে পারে না। শিশুদের এ ক্ষমতা না থাকায় অল্পবয়সেই চোখের ক্ষতি হয়। চোখে বাড়তি চাপ

পড়ে, মাথাব্যথা হয়। রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

সূত্র থাকতে ডিজিটাল স্ক্রিনে একটানা নয়, বরং ২০-২০-২০ নিয়মে কাজ করুন। অর্থাৎ ২০ মিনিট পরপর অন্তত ২০ ফুট দূরত্বে থাকা কোনও বস্তুর দিকে লক্ষ্য স্থির করে অন্তত ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকুন। এছাড়া ২ ঘণ্টা অন্তর ১৫ মিনিটের বিরতি দিয়ে হাঁটাচলা করুন; দেহের বিভিন্ন পেশি নাড়াচাড়া করতে হয়, এমন কিছু হালকা ব্যায়াম করুন।

‘নাইট মোড’ বা ‘ওয়ার্ম মোড’-এ চোখ কিছুটা হলেও সুস্থ থাকে।

শোয়া অবস্থায় ডিজিটাল স্ক্রিন দেখবেন না। এতে চোখের পেশিতে চাপ পড়ে। বেশিদিন এমনটা করলে দৃষ্টিশক্তি বাগাস হতে পারে। হতে পারে মাথাব্যথাও। যানবাহনে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার না করাই ভালো। বাকুনির সময় এসব ডিভাইস দেখলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। নিত্য প্রয়োজন হলেও চোখ থেকে দূরে রেখে ডিভাইস দেখুন।

চোখের পাতা লাফাচ্ছে? কেন?

অনেকেই চোখের পাতা লাফানোর সমস্যায় ভোগেন। কিছুক্ষণ পর সমস্যাটি আ পনা আ পনি ভালোও হয়ে যায়। কারও কারও আবার কয়েক দিন ধরেও চলতে পারে এমনটা। এমনকি মাংসও পেরিয়ে যেতে পারে। সাধারণত এক চোখের পাতাই লাফাতে দেখা যায়। চোখের ওপরের পাতা কিংবা নিচের পাতা, যেকোনওটিই লাফাতে পারে হঠাৎ করে। চোখের পাতা লাফানোর সঙ্গে অন্য কোনও উপসর্গ না থাকলে এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। তবে অনুভূতিটি বেশ অস্বস্তিকরই বটে।

কেন লাফায়?
অতিরিক্ত চাপ বা ত্রাস্তি থেকে এরকম হয়ে থাকে। অতিরিক্ত চাপ-কফি কিংবা অ্যালকোহল গ্রহণ করার কারণেও এমনটা হতে পারে। দীর্ঘক্ষণ উজ্জ্বল আলোয় থাকা, চোখে বা চোখের পাতার ভিতরের অংশে কোনও কিছু পড়লে বা আটকে গেলেও চোখের পাতা লাফায়। বায়ু দূষণকারী নানা পদার্থ, বাতাসের প্রবাহ কিংবা ধূমপানও হতে পারে চোখের পাতা লাফানোর কারণ। চোখের বিভিন্ন অংশের প্রদাহ কিংবা চোখের স্বাভাবিক জল শুকিয়ে যাওয়ার উপসর্গ হিসেবেও কারও কারও চোখের পাতা লাফাতে দেখা যায়। কিছু ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও এরকম হয়ে থাকে।

কী করবেন?
ভয় পাবেন না। ভেবে দেখুন, আপনি কি অতিরিক্ত চাপে আছেন? চাপ কমানোর চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে কাজ থেকে একটু বিরাম নিন। লম্বা একটা ঘুম দিন। চা-কফির পরিমাণ কমিয়ে দিন। অ্যালকোহল ও ধূমপান



বর্জন করুন। বাইরে গেলে সানগ্লাস ব্যবহার করতে পারেন, যাতে বাতাসের প্রবাহ কিংবা বাতাসের দূষণকারী পদার্থ সরাসরি চোখের সংস্পর্শে না আসে।
কখন যাবেন চিকিৎসকের কাছে?
চোখের পাতা লাফানোর সময় পুরো চোখ বন্ধ হয়ে এলে।

চোখের পাতা খুলতে অসুবিধা হলে কিংবা নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে এলে। একইসঙ্গে মুখ বা দেহের অন্য কোন অংশ এভাবে লাফিয়ে উঠলে। চোখ লাল হয়ে গেলে। চোখ ফুলে গেলে। চোখ থেকে তরল জাতীয় কিছু নিঃসৃত হলে। দুই-এক সপ্তাহের ভেতর চোখের পাতা লাফানোর সমস্যাটি সেরে না গেলে। ওপরের যেকোনও একটি সমস্যা দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসক কারণ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেননি। অল্প কিছু ক্ষেত্রে চোখের পাতা লাফানোর সঙ্গে স্নায়বিক রোগের সম্পর্ক থাকে। তবে চিকিৎসা নিলে এসব সমস্যা সেরে যায়।

স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় পথ দেখাবে ইঁদুর!

অ্যালবাইমার আর পারকিনসনের মতো স্নায়ুরোগ নিরাময়ের জন্য বিগত কয়েক দশক গবেষণা করে পেটেন্ট নিয়েছিলেন জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোলোমন এইচ স্নাইডার। সেজন্য ‘নকআউট অ্যান্ড ট্রান্সজেনিক মাইস’ নামে এক বিশেষ প্রজাতির ইঁদুরও অভিযোজন করিয়েছিলেন তিনি। গোটা বিশ্ব সে কারণে চেনে তাঁকে। বয়স ৮০ পেরিয়ে যাওয়ায় এখন আর বসে বসে সেসব নাড়াচাড়া করা তাঁর ধাতে নয়। চোয়েছিলেন গবেষণার কাজেই সেসব দান করে দেননি। এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়।

অধ্যাপকের ইচ্ছামতোই মার্কিন মুলুকের বাল্টিমোরের সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অমন ৪৩ জোড়া ইঁদুর নিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উদ্দেশ্য, অ্যালবাইমার আর পারকিনসনের মতো রোগ নিরাময়ের গবেষণা। কল্যাণীতে রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন পর্যদের নিজস্ব গবেষণাগারে সেসবের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে।

কী এমন বিশেষত্ব এই ইঁদুরগুলোর? এই ইঁদুরগুলোর শরীর থেকে এমন একটি জিন বের করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক যে ধরনের জিনের কারণে মানুষের শরীরে পারকিনসন বা অ্যালবাইমারের মতো স্নায়ুরোগ বাসা বাঁধে। এই ইঁদুরগুলোর শরীরে সেই জিন নেই।

সেক্ষেত্রে স্নায়ুরোগ নিরাময়ে কোন ঔষধ বানাতে হলে এই ইঁদুরগুলোর উপর তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা যাবে। তাতে



এদের কোনও শারীরিক ক্ষতি হবে না। এই ধরনের গবেষণা রাজ্যে ঠিকাতো গুরু হলে এই দেশে এই বিশেষ ইঁদুরের উপর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে এমন গবেষণা হবে প্রথম। সাফল্য এলে স্নায়ুরোগের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে খুলে যাবে দিগন্ত। বৃদ্ধ অধ্যাপক পইপই করে মনে করিয়ে দিয়েছেন, যত ইচ্ছা গবেষণা করে। কিন্তু এসব একদম বিক্রি করা যায় না। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী এক সপ্তাহ আগেই কল্যাণীর ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের গবেষণাগারে এনে রাখা হয়েছে। আপাতত

সেগুলো কোয়ারান্টাইনে আছে। ঠিক হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বোস ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এই ইঁদুরগুলির উপর অ্যালবাইমার আর পারকিনসনের মতো রোগ নিরাময় নিয়ে গবেষণা করবে। দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশল পান্ডা। রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন পর্যদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরী কানার জানাচ্ছেন, “শুধু এই রাজ্য নয়, জাতীয় স্তরে যে কেউ এই ধরনের গবেষণা কল্যাণীর এই সরকারি গবেষণাগারে এসে করতে পারবেন। তার জন্য ছাড়পত্রসহ আবেদনও পাঠাবে রাজ্য।

ইতিহাস জেগে থাকে

■ অতীশ দীপঙ্কর ■

(১)

মনে রেখো পরাজিত নও বিজিত। মাঠ থেকে সরে দাঁড়াও। অবস্থান নির্ধারিত বিরোধী শিবিরেও কাভারী তুমি। ঐ শিবিরে যাওয়ার আগে এবং পরে তোমার সাথে আছে- ছিল- সৈন্যদল। তাদের কথা মনে রেখে স্থির থেকো তুমি। দেখো চেয়ে শুধু তোমাকেই ভালবেসে আত্মজ্ঞানহারা তারা। স্বভূমেই অলিখিত উদ্ভাস্ত। বিজিত তুমি। বিজয়ী তাদের হৃদয়ে। তোমার নিত্য অন্ন ভাগ হোক তাহাদের সাথে।

(২)

যে ছেলেটার পুড়ে গেছে শংসাপত্র যে মেয়েটার পাঠ্যবই দাঁউ দাঁউ জ্বলছে তাদের কোনো ফেসবুক নেই। তার জন্য আজ পথে নামে না কবি। ধান্দাজীবী বাস্তু আজ মন্ত্রিসভা নিয়ে। সন্দীপন আজ তুমি তাদের পাশে দাঁড়াও। জানি তুমি-তোমাদের বহিরাবরণেও ক্ষতচিহ্ন শত। ভবুও কী এক দুর্বোধা আশায় তোমাদের পানে চেয়ে আছে তারা। সর্বহারী।

(৩)

জ্বালিয়ে দিয়েছে তারা অশিক্ষক লড়াইয়ের ঘর। পুড়িয়ে দিয়েছে তারা তিল তিল অনুদানে গেছে ওঠা ঘর। ভীরু তাই এই সব কাজ সারে আঁধারে সূর্যোদয়ে সে গেছ সাজায় অন্ধাতরে ক্ষুদে সব স্বঘোষিত লেনিনের দল।

(৪)

এসো বৈধে বৈধে থাকি কিসের এতো বড়াই তোমার কিসের এতো অহংকার? দেখছো না কি মানুষ তোমায় ঠেলেছে দূরে বারংবার। ভবুও যদি মাথায় রাখ ওরা আনপড়। একবার ভাব তোমারও রয়েছে দায়তারা। ভবুও যদি ভাব ওরা কেন তোমার সূরে কথা বলে না মনে রেখো তোমার সূরেও কোনো মনে রাখার লয় ছিল না। তাই এসো যাই মিলন মেলায় যেখানে মানুষেরা হাত বাড়িয়ে আছে তোমাকে ধরার জন্য মানুষও নয়তো বন্য।

(৫)

আজ থেকে আর কোনো সংবাদ লেখা হবে না ওভার টেলিফোনে। বড় জং ধরে গেছে কলমে। এসো মানুষেরে দুয়ারে যাই দু দন্ড তাদের কথা শুনি হয়তো কেউ বার ক্রান্ত হব ভবুও খবর লেখার অছিলায় মানুষের মুখোমুখি মানুষের দুখে দুখি হওয়াতো যায়। আজ শুধু মনে হয় মানুষের কথা বোধ হয় লিখভেই পারিনি।

শিউলি দে’র

মৃত্যুতে শোক

আগরতলা।। ১২ মার্চ : প্রতাপগড় বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শিউলি দে রবিবার সকালে মৃত্যু বরণ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। প্রয়াতা হার্টের সমস্যায়া গুণহিলেন। চিকিৎসার জন্য আই জি এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবার তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

নির্বাচনের পরবর্তী সময় বি জে পি’র সন্ত্রাস এবং বোমাবাজিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মাধ্য আতঙ্ক ও ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এলাকার মানুষ হাসপাতালে ছুটে যান। প্রয়াতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শিউলি দে’র ছেলে দীপঙ্কর দে ডক্টরাল মহকুমায় যুব আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন। তিনি সি পি আই (এম) প্রতাপগড় অঞ্চল কমিটিরও সদস্য। সি পি আই (এম) প্রতাপগড় অঞ্চল কমিটি শিউলি দে’র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং শোকার্ত ছেলেসহ পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

অনলাইন জুয়া

ভুবনেশ্বর।। ১২ মার্চ : দুবাঁইয়ের বাসিন্দা মহম্মদ সঈফ নামের এক প্রতারক ওড়িশাসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজার কোটি টাকার বেশি প্রতারণা করছে অনলাইন জুয়ার নামে। তার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছে।

মার্কিন মুলুকে ব্যাংকিং সংকট, বাঁপ বন্ধ হলো সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক’র

সিলিকন ভ্যালি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবারও ব্যাংকিং সংকট। বৃহত্তম ব্যাংক , সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের বাঁপ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সে দেশের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনকে ব্যাংকের রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এফ ডি আই সি-কে দেওয়া হয়েছে ব্যাংকের গ্রাহকদের পুঁজির দায়িত্ব। বাজার খোলার আগেই প্রি-মার্কেট কেনাবেচায় ৬৬ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল শেয়ার দর। তার পর লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গত আড়াই বছরে এনিয়ে দ্বিতীয়বার এফ ডি আই সি-র বিমাকৃত ব্যাংকে তালো পড়ল।এর আগে ২০২০ সালের অক্টোবরে

আলমেনা স্টেট ব্যাংকও বন্ধ হয়েছিল।জানা গিয়েছে,সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং সমস্ত শাখা ১৩ মার্চ ফের খুলবে। সমস্ত আমানতকারী সোমবার সকালের মধ্যে তাঁদের জমা অর্ধের লেনদেন করতে পারবেন। গত ৩১ ডিসেম্বর সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের মোট সম্পদ ছিল প্রায় ২০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট আমানত ছিল প্রায় ১৭৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গত দুদিনে মার্কিন ব্যাংকগুলির শেয়ারের ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি লোকসান হয়েছে।এতে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে ইউরোপীয় ব্যাংকগুলি। সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক হলো আমেরিকার ১৬তম বৃহত্তম ব্যাংক। এই ব্যাংক নতুন যুগের প্রযুক্তি

কোম্পানি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ গত ১৮ মাসে সুদের হার বাড়িয়েছে। সে কারণে এই ধরনের সংস্থাগুলি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ৪০ বছরের পুরানো সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশেরও বেশির স্টার্টআপ সংস্থাকে তহবিলের জোগান দিয়েছে। ২০২২ সালের হিসাব বলছে, ব্যাংকের আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পোর্টফোলিওর ৫৬ শতাংশই ভেঞ্চার বা প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ড।

ইদানীং অতিরিক্ত ঝুঁকি থাকায় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির প্রতি আর্থহ হুমের বিনিয়োগকারীদের। বেশি সুখের সময়ের কারণে একাধিক স্টার্টআপের আই পি ও-র

বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।এ কারণে তহবিল সংকট বেড়েছে। তার পর সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকেরগ্রাহকরা নগদ সংকট মোটাতে টাকা তুলতে শুরু করেন। সোমবার, ১৩ মার্চ থেকে ব্যাংকিং কাজকর্ম ফের শুরু হবে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকে। অনলাইন ব্যাংকিং এবং অন্যান্য পরিষেবা নিতে পারবেন গ্রাহকরা। চেকও ক্লিয়ার করা হবে। ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স আইনের অধীনে, এফ ডি আই সি একটি ডি আই এন বি তৈরি করতে পারে যাতে গ্রাহকরা বিমাকৃত তহবিলের অ্যাসেস পান। রিসিভার হিসাবে এফ ডি আই সি হিসাবনিকাশ মটোনার জন্য সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক সমস্ত সম্পদ বিলিয়ারগকারীদে। বেশি সুখের সময়ের কারণে একাধিক স্টার্টআপের আই পি ও-র



গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পুরীতে সি পি আই (এম) র বিক্ষোভ।

মোদিরাজ্যের বিধানসভায় বি বি সি’র বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ, কড়া ব্যবস্থার সুপারিশ কেন্দ্রকে

আহমেদাবাদ।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা) : বি বি সি’র বিতর্কিত তথ্যচিত্র নিয়ে উগ্রপন করার লক্ষ্য নেই। উলটে তা ক্রমশ বেড়েই লেগেছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজরাটের বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল বি বি সি’র বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব। ওই প্রস্তাবে মোদিকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রে তথ্যবিকৃতি ঘটানোর জন্য বি বি সি’র বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকারের কাছে।

গত জানুয়ারি মাসে ২০০২ সাল ডুজরাটে সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে দুই পর্বের একটি তথ্যচিত্র সম্প্রচার করে বি বি সি। কিন্তু সেই তথ্যচিত্রের প্রথম পর্বটি ভারতে নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ, তথ্যচিত্রের প্রথম পর্বে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী

মোদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খারাপভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক এই তথ্যচিত্রকে ‘প্রোগান্ডা’ হিসাবে চিহ্নিত করে। টুইটার, ইউটিউবের মতো সমাজ মাধ্যম থেকে তথ্যচিত্রের সমস্ত চিহ্ন নামিয়ে ফেলার ফরমানও জারি করে মোদি সরকার। তা নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। আমেরিকা ওই ‘নিষিদ্ধ’ তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ঘণ্টানাচক্ষে, জানুয়ারিতে এই তথ্যচিত্র প্রকাশিত হয়। ফেফ্রুয়ারিতে আরও একটি দেওয়ার মামলায় আয়কর হানা হয় বি বি সি’র দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের দপ্তরে।এ বার সেই তথ্যচিত্রের জেরেই গুজরাট বিধানসভায় পাশ করানো হলো বি বি সি বিরোধী প্রস্তাব।

মোদি রাজ্যের বিধানসভায় দু’খণ্টা

নিরভ মোদির কাঁদুনি

ওয়াশডসওয়ার্থ।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা) : আমি নিঃশ্ব। মাসে ১০ লাখ টাকা করে ধার করে চালাচ্ছি। এমনই দাবি করলেন পলাতক হীরে ব্যবসায়ী নিরভ মোদি। তিনি জানান, ব্রিটিশ আদালতে জরিমানা দেওয়ার মতো টাকাও নেই তাঁর কাছে। ধারদেনা করে কোনওমতে চলছে। একদা ধনকুবের নিরভ মোদি গত বছর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ঘর কলেঙ্কারিতে ভারতের কাছে প্রতাপগণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি লড়াইয়ে হেরে যান। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে নিরভ মোদি দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের ওয়াশডসওয়ার্থের কারাগারে রয়েছে। কিন্তু তার মামলা এখন ব্রিটিশ আদালতে ‘সংবিধি নিষিদ্ধ’ পর্যায়ে রয়েছে। সহজ কথারা, তাঁর এই মামলা এখনও বিচারধীন।

৫২ বছরের নিরভ মোদি বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের বার্কিংসাইড ম্যাভিন্‌স্টেট আদালতে তাঁর প্রতাপগণের আপিল সম্পর্কিত খরচের জন্য লন্ডনের হাইকোর্টের নির্দেশে ১,৫০,২৪৭ পাউন্ড আইনি খরচ বা জরিমানা দেবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নিরভ মোদির দাবি, তাঁর কাছে এখন কানাকড়ি নেই। ভারত সরকার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। আদালতের নির্দেশ মেনে আইনি খরচ মেটাতে ১,৫০,০০০ পাউন্ড (প্রায় দেড় কোটি টাকা) ধার নিতে হয়েছে।

ভারতে প্রতি চার মিনিটে স্ট্রোকে মৃত্যু হয় একজনের

বছরে ২ লাখের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা) : দিবা সূহ্ম মান্ন।। আচমকই হাৎ-পা খণশ, আটকে যাচ্ছে কথা, বঁেকে যাচ্ছে মুখ। এটাই আলসিম। তখনই বুঝতে হবে স্ট্রোক হয়েছে। আচমকা স্ট্রোক বড় বিপদ ডেকে আনে। মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন হলেই স্ট্রোক হয়। দিল্লির কল ইন্ডিয়া হসপিটালটিউ অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের রিপোর্ট বলছে, ভারত প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজনের স্ট্রোক হয়, প্রতি চার মিনিটে মৃত্যু হয় একজনের।

এইসময়ের নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ পদ্মা শ্রীবাস্তব বলছেন,

ভারতে স্ট্রোকে মৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়ছে। বছরে সংখ্যাটা ১ লাখ ৮৬ হাজারের কাছাকাছি। প্রায় দু’লাখ। ডাক্তার পদ্মা বলছেন, ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার বাদে ভারতে মৃত্যুর অন্যতম কারণ ব্রেন স্ট্রোক। স্ট্রোক সাধারণত দুই রকমের হয়। হেমোরাজিক ও ইস্কিমিক স্ট্রোক।

হেমোরাজিক স্ট্রোকে ব্রেনের শিরা ছিড়ে গিয়ে রক্তপাত হয়। ইস্কিমিক স্ট্রোকে মস্তিষ্কে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আগে বয়স্ক লোকেরদেই বৈশি হতো। এখন লাইফস্টাইলে বদল, অতিরিক্ত স্ট্রেসের

কারণে কম বয়সিরাই বেশি আক্রান্ত। এখন বয়স বাড়াবিকার করে স্ট্রোক হয় না। আর সাইলেন্ট স্ট্রোক তো আরও মারাত্মক। জানান দিয়ে আসে না। উই স্ট্রোক থেকে বাঁচতে কী কী করা উচিত, কোন কোন আভাস ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে সেটাও মাথায় রাখতে হবে।

স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে কী কী মাথায় রাখতে হবে – বাড়তি কোলেস্টেরল

স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ওবেসিটি বা স্থূলত্ব স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় ১৯

শতাংশে। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ থাকলে

অতিরিক্ত স্ট্রেস, মানসিক চাপ, উদ্বেগ থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পুষ্িকর খাবারের পরিবর্তে ভাজাভুজি, ফাস্ট ফুড বেশি খেলে আচমকা স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করা আচমকা বেড়ে গেলে, অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটে থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। সিগারেট ও অতিরিক্ত মদ্যপান ব্রেন স্ট্রোকের অন্যতম কারণ হতে পারে। হার্টের অসুখ বা হার্টে সার্জারি হলে এবং তারপরে নিয়ম মেনে না চললে, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, শরীরচর্চা না করলে সাইলেন্ট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

জরুরি পরিষেবা
<div>হাসপাতাল</div> <div>জি বি—২৩৫-৫৮৮৮। আই জি এম— ২৩২-৫৬০৬। টি এম সি—২৩৭-০৫০৪। আই জি এম চক্ষু ব্যাংক— ৯৪৩৬৪৬২৮০০।</div>
<div>জি ব্রিড ব্যাংক—২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্ড)। আই জি এম ব্রিড ব্যাংক— ২৩২- ৫৭৩৬। আই এল এ স --- ২৪১ - ৫০০০/ ৮৯৭৪০৫৩০০।</div>
<div>পুলিশ</div> <div>পশ্চিম থানা—২৩২-৫৭৬৫। পূর্ব থানা—২৩২-৫৭৭৪। এয়ারপোর্ট থানা—২৩৪-২২৫৮। সিলি কন্ট্রোল— ২৩২-৫৭৮৪।</div>
<div>বিমানবন্দর</div> <div>এয়ার ইন্ডিয়া—২৩৪ -১৯০২। এয়ার ইন্ডিয়া টেল ফ্রি নম্বর— ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭,১৮০০-১৮০-১৪০৭। ইন্ডিগো —২৩৪-১২৬৩। স্পাইস জেট— ২৩৪-১৭৭৭।</div>
<div>শববাহী যান</div> <div>ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট— ২৩৮-৫৮৫২। ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (হা পানিয়া) - ৮২৫৬৯৭১৯৫ ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটরস এসোসিয়েশন-২৩৮-৬৪২৬। রিভিডার্স—২৪৭-৪০৬২, ৯৭৭৪১৩৫৬৩১, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন— ৮৯৭৪৫৮১৮১০, সূর্যভোরণ ক্লাব-৮৭২৯৯১১২৩৬। বটতলা-নাগেরজলা স্ট্যান্ড ভেভেলপমেন্ট সোসাইটি— ২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫ ৯৮৬২৭০২৮২০। আগন্তুক ক্লাব - ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫১৮৯১। সমাজ সঘ্যে—৯৭৭৪৬৭০২৪২। ত্রিপুরা শ্রম কল্যাণ সমিতির (ডু কলি) —(১) ৯৩৬২০২৫০১১(২)৮৭২০৩৭৭৭০৭</div>
<div>ফায়ার স্টেশন</div> <div>ফায়ার সার্ভিস প্রধান স্টেট শন --- ২৩২ - ৫৬৩০। বাধার ঘাট ফায়ার স্টেশন—২৩৭-৪৩৩৩। কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশন— ২৩৫-৩১৩১। মহারাজগঞ্জ ফায়ার স্টেশন— ২৩৮-৩১০১। কুমার ঘাট --- ০৩৮২৪/৩৬১২০৮। মো: ৭৩৩০৯৪ ৬৫৮৪/৮৭৯৪৩৬২৪৫৯</div>
<div>বিদ্যুৎ সাব- স্টেশন</div> <div>বনমালীপুর—২৩০-৬১২৩, ২২২-৬৬৪০, দুর্গা চৌমুহনি— ২৩৩-৩৭৩০, জি বি—২৩৫-৬৪৪৮, বড়দোয়ালী— ২৩৭-০২৩৩, ২৩৭-১৪৬৪, আই জি এম— ২৩২-৬৪০৫।</div>
<div>রেল পরিষেবা</div> <div>রেল সার্ভিস রিজার্ভেশন (টি আর টি সি)— ২৩২-৫৫৩৩। আগরতলা রেল স্টেশন—(০৩৮১) ২৩৭-৪৫১৫।</div>
<div>অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা</div> <div>একতা সংঘ --- ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬, ব্লু লোটাস ক্লাব—৯৪৩৬৫৬৮২৫৬,শিবনগর মজান ক্লাব ও আমরা তরুণ দল— ২৫১-৯৯০০, আরোগ্য- ৯ ৭ ৭ ৪ ২ ১ ৪ ৪ ২ ৫, ৯৬১২৩৯৯৩৯৮ (২৪ ঘণ্টা)। সেন্ট্রাল বোড, যুব সংস্থা- ৯৮৮৩৫০৬১১। কর্‌নেল চৌমুহনি যুব সংস্থা— ৯৮৬৩৫৭০১১৬। সংহতি ক্লাব—৮৭৯৯১৬৮২৮১। রামকৃষ্ণ ক্লাব— ৮৭৯৯১৬৮২৮১। শতদল সংঘ— ৯৮৬২৯৩৯৭৮০। প্রগতি সংঘ— (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬৬২৪। রেডক্রস সোসাইটি—২১১-৯৬৭৮। এগিয়ে চলা সংঘ— ৯৪৩৬১২১৪৮৮।</div>
<div>দাতব্য চিকিৎসালয়</div> <div>সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়— ৯৮৬২০১৯৫২০,লাল বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়— ৯৪৩৬৫০৬৬৩৯/ ৯৪৩৬১২৬১১৮/ ৯৪৩৬৫৬৪৫৪।মানব স্ব্য়জ্ঞেন্দ্রন— ২৩২-৬১০০। চাইল্ড লাইন- ১০৯৮ (টোল ফ্রি ২৪ ঘণ্টা)।</div>
<div>ট্রেনসূচি</div> <div>বিশেষ ডেমু ট্রেন: প্রতিদিন ০৭৬৮২ সকাল ৫.১৫ মিনিটে আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৪বেলা ১০.৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৩ বেলা ১টা ৩০ মিনিটে সাক্রম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ০৭৬৯০ আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮১ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সাক্রম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৩ বেলা ১টা ৪৫ মি.। ০৭৬৮০ বিকাল ৪টা ৩৫মিনিটে ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে।</div>
<div>বিশেষ যাত্রী ট্রেন : প্রতিদিন ০৫৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৫৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।</div>

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ১৩ মার্চ, ২০২৩, সোমবার, ছয়

সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনায় উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা মুসলিম জনগণের অর্জিত অধিকার রক্ষা করা যাচ্ছে কি?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ মার্চ : সাচার কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনায় উঠে এল উদ্বেগের নতুন বিষয়। ভারতের মুসলিমদের অনগ্রসরতা দূরীকরণের পদক্ষেপ তো পরের কথা, মুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা এবং অর্জিত অধিকারগুলি নিশ্চিত করা যাচ্ছে কি? কলকাতায় হাসিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তির এই উদ্বেগ প্রকাশ করে জানালেন, কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পরিবশকে ফিরিয়ে এনেই ফের মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

১৭ বছর আগের সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে একসময়ে অনেক হইচই হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে, সংবাদ মাধ্যমেও। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই রিপোর্টের তথ্য খিরে মুসলিমদের মধ্যে বিতৃষ্ণা তৈরি করা হয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে। কিন্তু তারপর? কেরেদর সরকার পালটেছে, পশ্চিমবঙ্গে সরকার পালটেছে। যারা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে হইচই করেছিলেন, তারা চূপ করে গিয়েছেন। কিন্তু কেন?

এই পরিস্থিতিতে কলকাতার হাসিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশন

‘সাচার কমিটি এবং ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম প্রসঙ্গ’ বিষয়ে দুদিনের একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার শুরু হয়েছে শনিবার। আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে শনিবার সন্ধ্যায় এর উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেরহমান খান। সি পি আই (এম)’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, অবসরপ্রাপ্ত সেনা উপপ্রধান ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল জামিররুদ্দিন শাহ, বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী শাকিলউজ্জমান আনসারি উদ্বোধন পূর্বে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়ে সেমিনার সংগঠিত করার হিম্মৎ দেখানোর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের।

মহম্মদ সেলিম বলেছেন, দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাম সমর্থিত প্রথম ইউ পি এ সরকারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে উচ্চমন্ত্রাসম্পন্ন সাচার কমিটি তৈরি করা হয়েছিল যা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে ঘোষণা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার সাচার কমিটির দেখিয়ে দেওয়া উন্নয়নের ঘাটতিগুলি দূর করতে উদ্যোগ নিয়েছিল। রদনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ আসা মাত্র সবার আগে ও বি সি কাটাগরিতে

বিমানের টয়লেটে ধূমপান: এক তনয়ার খামখেয়ালিতে মাঝাকালশেই হৈ-হৈ কাণ্ড

বেঙ্গালুরুহ।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): বিমানের মাঝে ধূমপান। আটক করা হলো এক মেয়েকে। হৈ-হৈ কাণ্ড। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমানে ছললুকা। ইন্ডিগোর ওই বিমানে এক তরুণী গত ৫ মার্চ টয়লেটে ধূমপান করেন বলে অভিযোগ। তরুণীকে হাতে নাতে ধরে ফেলে বিমানকর্মীরা। জানা গিয়েছে বছর ২৪এর ওই তরুণীর নাম প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী। তিনি কলকাতার বাসিন্দা। বিমানটি অবতরণের পরই গ্রেপ্তার করা হয় তরুণীকে। তবে পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান।

সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রিয়াঙ্কা ইন্ডিগোর ফ্লাইট নম্বর ওই-৭১৬-তে চেন্নে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। বিমানটি অবতরণের আগে প্রিয়াঙ্কা বিমানের টয়লেটে গিয়ে ধূমপান শুরু করেন। বিমানের ভিতরই ধূমপান করার সন্দেহে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন প্রিয়াঙ্কাকে দরজা খুলতে বলেন, এবং তাকে হাতে নাতে তিনি ধরে ফেলেন। বিমান অবতরণের পরই পুলিশ তাকে আটক করে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আধিকারিক কে পুলিশদের দায়ের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রিয়াঙ্কাকে গ্রেপ্তার করে। ৫ মার্চ রাত ৯টা বেজে ৫০ মিনিটে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগো ওই-৭১৬ ফ্লাইটে উঠেছিলেন তিনি। এরপর বিমানটি অবতরণের কিছু সময় আগেই তিনি বিমানের টয়লেটে গিয়ে ধূপান শুরু করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, টয়লেটের দরজা খুললে ডার্সটবিনে একটি সিগারেট পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা (যে কেউ এমন কোনো কাজ করে যাতে মানুষের জীবন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিপন্ন হয়) এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয় তরুণীর বিরুদ্ধে।

গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক থেকে নয়াদিল্লিগামী আমেরিকান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান মন্দাপ অবস্থায় সহযাত্রীর উপর প্রহসনের অভিযোগ সাধনে আসে। ফ্লাইট এএ ২৯২ এ ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত যাত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ছাত্র বলেই প্রাথমিক ভাষে জানা গিয়েছে। তিনি দিল্লির ডিকেন্স কলেগিনের বাসিন্দা। আর ওই পড়ুয়ার ওপর আজীবন শ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বিমান সংস্থা। সহযাত্রীর অভিযোগ, তিনি মন্দাপ অবস্থায় ছিলেন এবং ধূমের মধ্যেই তাঁর গায়ে প্রহসন করে তিনি।

নিখোঁজ কিশোরী

আগ্রা।। ১২ মার্চ : ১৫ বছরের কিশোরী একাডেজ ছিল ১৭ ঘণ্টা। শনিবার সকালে তার আধমরা শরীর মিলল রাস্তার ধারের জঙ্গলের মধ্যে। তার দেহের হাড়গোড় ছিল ভাঙা। আগ্রার সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। ডাক্তাররা জানান গণধর্ষণের ছাপ স্পষ্ট। মেয়েটি কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। আগ্রার শহরজলিতে বাড়ি কিশোরীর।



ত্রিপুরায় বি জে পি'র বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল পূর্ব মেদিনীপুর।

কেন্দ্রকে ইজরায়েলের তাবেদারির পথ থেকে সরিয়ে আনতে হবে প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি সভায় অভিমত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ মার্চ: কেন্দ্রের সরকারকে ইজরায়েলের তাবেদারির পথ থেকে সরিয়ে আনতে জনমত গঠন করতে হবে। তারজন্য প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলিকে আরও জোটবদ্ধ করার কাজ চালাতে হবে এ আই পি এস ও কে। গুজুরার কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এক সভায় এই আদ্যান জানানেন বিশিষ্ট বক্তারা। এদিন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এ আই পি এস ও)’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় প্যালেস্তাইনবাসীর সংগ্রামকে সংহতি জানিয়ে ৬ দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শনিবারের সভার মূল বক্তা ছিলেন এ আই পি এস ও’র অন্যতম দুই প্রধান মুখপোষক শমীক লাহিড়ী এবং ভানুদেব দত্ত। সভা পরিচালনা করেন রবীন দেব। সভায় প্যালেস্তাইনের

লড়াইকে সংহতি জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেন অধ্যাপক অঞ্জন বেরা। শমীক লাহিড়ী প্যালেস্তাইন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সবিস্তারে তুলে ধরেন। লাহিড়ী বলেন, চলতি বছরের গোড়া থেকে সফর কিবা ২০১৯ সালের ইজরায়েলের রাস্ত্রপতি নির্বাচনে নারেন্দ্র মোদির ছবি নিয়ে নেতানিয়াহর দলের প্রচার সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। এদিন ডাবুবের দত্ত বলেন, প্যালেস্তাইন সমস্যা কেবলমাত্র সারভৌমত্বের সমস্যা নয়। এরসঙ্গে যুক্ত রয়েছে পুনর্বাসন, জাতিগত পরিচয়, সামাজিক পরিচয়, অর্থনৈতিক সম্ভবের মতো বিষয়গুলি। এই সমস্যাগুলির সমাধান না করে ইজরায়েল প্যালেস্তাইন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, সাম্রাজ্যবাদ চায় মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ এবং সুয়েজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই ইজরায়েলকে বোভের্ডে মতো ব্যবহার করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রস্তাব পেশ করে অঞ্জন বেরা

বলেন, রবীন দেব বলেন, ১৯৯০ সালের ২৮ মার্চ প্যালেস্তাইন মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসের আরাফতকে গণসংবরণ দেওয়া হয়েছিল কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে কলকাতা এবং ভারত প্যালেস্তাইনের লড়াইকে সংহতি জানিয়ে আসছে। এ আই পি এস ও সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখার লড়াই লড়ছে।

রবীন দেব বলেন, ১৯৯০ সালের ২৮ মার্চ প্যালেস্তাইন মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসের আরাফতকে গণসংবরণ দেওয়া হয়েছিল কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে কলকাতা এবং ভারত প্যালেস্তাইনের লড়াইকে সংহতি জানিয়ে আসছে। এ আই পি এস ও সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখার লড়াই লড়ছে।

সামাজিক অবক্ষয় – উদ্বেগ বাড়ছে জনমানসে

নেশার ঘোরে

অধিকাণুর।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): নেশার ঘোরে একএকরঞ্জি প্রাণ কাড়ল এক মদ্যপ ব্যক্তি। হোলির দিন দুপুরে যুমস্ত তিন মাসের এক শিশুর মুখের উপর চেনে বসে এক মদ্যপ ব্যক্তি। শিশুটির মা সর্বকণসলে জয়গা থেকে নড়েনি সে। উলটে বসে থাকা অবস্থাতেই শিশুর উপর লাথিতে গুরু করে মদের নেশায় চুর ওই ব্যক্তি। পরে মহিলা লাঠি নিয়ে তাদা করলে মদ্যপ ব্যক্তি পালিয়ে যায়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি সন্তোজাতকে। হোলির দিন মার্মিকি ঘনটিা ঘটেছে ছন্তিগণ্ডের অধিকাণুর এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম জঙ্গল নাগ ওয়াশ্মি। হোলির দিন দুপুরে মদ্যপ অবস্থায় একটি বাড়িতে ঢুকে খাটায়ের উপর বসে পড়ে সে। আর সেই খাটায়েরতেই ঘুমোচ্ছিল একরন্জি শিশুটি। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটিকে দেখতে পায়নি, এমন ভাব করে খাটায়ার উপর বসেছিল জঙ্গল। দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন শিশুটির মা। থানকা মেয়ে নেশায় চুর জঙ্গলকে সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু লাভ হয়নি। অভিযোগ, ঘটানটির উপর রীতিমতো লাথিতে গুরু করে সে। তার শরীরের পুরো ওজনটাই পড়ছিল যুমস্ত শিশুটির উপর। উপায় না দেখে লাঠি নিয়ে বেতে আসেন মহিলা, তখনই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয় গিয়েছে। দমন নিত্যনা পেরেমুতা হয়ছে শিশুর। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশদের কাছে অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তারির সময়ও অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলেই খবর।

হেনস্তা!

রীঢ়।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): কালজাদুর জন্য তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগে শশুওবড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। স্বামী-সহ সাজনের বিরুদ্ধে তরুণী নিজেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, জোর করে তাঁর কাছ থেকে স্বত্বস্বরের রক্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর তা কাজে লাগানো হয়েছে কলাজাদুতে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের বীঢ় জেলার। ২৮ বছরের ওই তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, গত বছর আগস্ট মাসে তাঁর কাছ থেকে জোর করে স্বত্বস্বরের রক্ত নেওয়া হয়েছে। স্বামী, বেরর, শশুডি, ভাইপো, সপ্সলের রিক্সেই হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে মোট সাত জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭, ৩৫৪, ৪৯৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সংবাদ সংগ্রহ

তিনি কৃষক

গুয়াহাটি।। ১২ মার্চ : দিন কয়েক আগে এক কুখ্যাত ডাকাতকে গুলি করে মেরে ফেলে আসাম পুলিশ। এরপর নিজেদের সাফল্যের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহিরও করে তারা। পুলিশের দাবি নিহতের নাম কেনো রাম বোরো। কিন্তু মৃতের পরিবার বলেছে মৃতের নাম ডিম্ফশের মোচাহারি। তিনি ডাকাত নন। নিরীহ কৃষক মাত্র।

সেই মেয়ে

তিরুবন্তপুরম।। ১২ মার্চ : ১০ বছর বয়স থেকে নৌকা চালাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন সন্ধ্যা স্ক্যান। এখন বয়স ৪৪ বছর। তিনিই হলেন কেল্লার প্রথম মহিলা যিনি সারদেশ বা বোট মাষ্টারের লাইসেন্স পেলেন। এখন থেকে তিনি ২২ হর্স পাওয়ারের মতো ভারী নৌযান বা স্টীমার চালাতে পারবেন।

১৯ বছর

নয়াদিল্লির ১২ মার্চ : ২০০৪ সালে দিল্লির পশ্চিম বিহার এলাকায় এক মহিলাকে খুন করে পরিবারসহ পালিয়ে যায় নারেন্দ্র নামের একজন। হরিয়ানায় পাঁচকুলা থেকে তাকে ধরে আলা দিল্লি পুলিশ। সেখানে একটি দোকানে সেলসম্যানের কাজ করত। এখন বয়স ৬৪ বছর।

নাইট প্যাট্রল

হাব্বালি।। ১২ মার্চ : এবারের নারী দিবসের দিন থেকে এক নতুন উদ্যোগ নিল কর্ণাটকের হাব্বালির গোকুল রোড মহিলা থানা। রাত দশটা থেকে ভোর ছয়টা অবধি টহরদারি পুলিশের ভূমিকা নিলেন তারা। প্রতিদিন ছয় জনের একটি দল স্পর্শকাতর এলাকায় নাইট ডিউটি দিচ্ছেন মহিলা পুলিশেরা।

বেলুনাতংক

বেলাগাভি।। ১২ মার্চ : গুজুরার সকালে কর্ণাটকের গাদিকারাকোলা গ্রামে মস্ত বড় একটি সাদা বেলুন এসে পড়ে। এতে বেশ কিছু ইলেকট্রিকাল ডিভাইস লাগানো ছিল। তা দেখে গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চর বেলুনের গুঞ্জর ছড়ায়। বিশেষজ্ঞরা এসে জানান এসব কিছুই নয়। এটি আগ্নেয়াস্ত্র দপ্তরের পরীক্ষার বেলুন। ভয়ের কিছু নেই।

জিতল মন্দির

গুন্টুর।। ১২ মার্চ : ৫০ বছরের আহুদিন লড়াইয়ের পর জিতে গেল শ্রীশাইলাম মন্দির। অন্ধ্রপ্রদেশের এই মন্দিরটি নান্নামালা রিজার্ভ ফরেস্টের ৪,৫০০ একর জমি পাবে। এর দাম ২০০০ কোটি টাকারও বেশি। তিরুপতির পরই শ্রীশাইলাম মন্দির সবচেয়ে ধনী।

পুড়িয়ে খুন

আড়া।। ১২ মার্চ : গুজুরার রাতে ৫৬ বছর বয়সি এক মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে খুন করল তার প্রতিবেশীরা। বিহারের তেজপুুর জেলার শাহপুুরে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের পর সত্তোষ চৌধুরী নামের একজন বিমলা দেবী নামের ওই মহিলাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তাল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সত্তোষ ও তার তিন ভাইকে ধরতে পুলিশ।

পাক নাগরিক

ফিরোজপুর।। ১২ মার্চ : গুজুরার আরও একজন পাকিস্তানি নাগরিক কীটাতারের বেড়া টপকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করল। এবার পাঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টর দিয়ে গুজুরার ওই ব্যক্তি ঢুকে পড়লে তাকে গ্রেপ্তার করে বি এস এফ। এই নিয়ে গত তিনদিনে তিনজন ধরা পড়ল। পাকিস্তানের খাইবার জেলার ওই লোকটি বলেছে সে দেশে ভাত জুটছে না। তাই ক্ষুধা মোটাতে দেশ ছেড়ে এসে পড়েছে।

দুই বিয়া

হায়দ্রাবাদ।। ১২ মার্চ : তেলেঙ্গানার কোঠাওদামের এক উপজাতি যুবক মাদিতি সাধীাবাবু এইম ক্ষেধে দুইজনকে বিয়ে করেন গুজুরার। সূনীতা ও স্বপ্না নামের দু’জনের সাথেই প্রেম ছিল তার। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একসাথে একাধিক কনকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। এই বিয়েতে পাত্র ও দুই পাত্রীর বাড়ির লোকজন হাজির ছিলেন।

ক্লাসে খুন

ত্রিচি।। ১২ মার্চ : ক্লাসে সামান্য ঘটনা থেকে হাতাহাতি। আর এর জেরে খুন হয়ে গেল ১৫ বছরের কিশোরী জি মৌলিসরন। শনিবার পরীক্ষার আগে সবাই প্রত্টি নিচ্ছিল ক্লাসে। মৌলিসরনে গায়ে এক নিগের বল ঝুঁড়ে মারছিল কেউ। এ নিয়ে সহপাঠীর সাথে বচসার সময় কেউ তাকে ঘৃষি মারলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মৌলিসরন। ত্রিচির বালাসুন্দ্রনর সরকারি স্কুলের এই ছাত্রটিকে দ্রুত হাসপাতালে নিলেও বাঁচানো যায় নি।

খেলার খবর

শেষ দিনে স্পিনারদের দিকে তাকিয়ে ভারত ৪০ মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে শতরান বিরাট কোহলির



শতরান করার পর বিরাট কোহলি।

ভারতকে এই টেস্ট জিততে গেলে অশ্বিন-জাদেজাদের সোমবার অস্ট্রেলিয়ানদের ঘূর্ণির জালে ফেলতে হবে। তবে এটা নিশ্চিত দেশের মাটিতে আরও একটি সিরিজ জিতছে ভারতীয় দল। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের জন্য কাঁাল রোহিতদের নজর থাকবে ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা ম্যাচের দিকে। সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য প্রয়োজন নয় উইকেট। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের চাই ২৫৭৭ রান।

তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ছিল তিন উইকেটে ২৮৯। সেই জায়গা থেকে রবিবার কোহলি (৫৯) এবং জেজো (১৬) ব্যাট করতে নামেন। উইকেট থেকে বোলাররা তেমন কোন সাহায্য পাচ্ছিলেন না। এই অবস্থায়

দিনের প্রথম বাউন্ডারি মারেন জাদেজা। ভারত দ্রুতই তিনশো রানের গতি পার হয়ে যায়। ৫০ রানের পাঁচ নারশিপও হয়ে যায় খোয়াজার হাতের মারা পড়েন রবীন্দ্র জাদেজা। ৮৪ বল খেলে ২৮ রান করেন জাদেজা। কোহলির সাথে উইকেটে থাকা যখন জাদেজার প্রয়োজন ছিল সেই সময় তিনি যেভাবে আউট হলেন তা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হচ্ছে। তারপরে কোহলির সাথে জুটি গড়েন কে এস ভরত।

এই কঠিন সময়ে নিজেকে দারুণভাবে মোলে ধরেন কোহলি। সাথে ভরসা দিয়ে গেলেন তরুণ কে এস ভরতকে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার

বোলারদের কাজ কঠিন হচ্ছিল। এরই মাঝে লিয়নে ছক্কা হাঁকালেন ভরত। বাড়িয়ে নিলেন নিজের আত্মবিশ্বাস। অন্যপ্রান্তে কোহলি এগিয়ে চলছিলেন শতরানের দিকে। লাক্শের আগে ভারতীয় দল সংগ্রহ করে চার উইকেটে ৩৬২ রান। কোহলি ব্যক্তিগত ৮৮ রানে ব্যাট করছিলেন। অন্যপ্রান্তে ভরত ২৫ রানে। বিরাট যখন তার শতরান থেকে দুই রান দূরে তখনই ফিরে যান কে এস ভরত (৪৪)। কঠিন সময়ে তার এই রান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে ঈশানকে না খেলিয়ে ভরতকে খেলানো নিয়ে দ্রাবিড়ের যে সমালোচনা হচ্ছিল তাও এবার কিছুটা হলেও চাপা পড়ল।

এক প্রান্তে উইকেট গেলেও কোহলির মনসংযোগে কোন ঘাটতি পড়েনি। অবশেষে দীর্ঘ ৪০ মাস পরে

টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের মুখ দেখলেন বিরাট কোহলি। তিনি শেষবার টেস্ট ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন ২০১৯ সালে কলকাতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দিন রাতের টেস্টে।

২৪১ বলে নিজের শতরান পূর্ণ করেন বিরাট কোহলি। এটি তার টেস্ট ক্রিকেটে ২৮তম শতরান। লিয়নের বলে একটি রান নিয়ে নিজের শতরানটি করেন বিরাট।

তারপরে থামেনি বিরাটের ব্যাট। অক্ষরকে সাথে নিয়ে বিরাট এগুতে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার রানের দিকে। ইতোমধ্যে অক্ষরের সাথে ৫০ রানের পাটনারশিপ হয়ে যায় বিরাটের। ক্যামেরন শ্রিনকে জোড়া চার মেরে বিরাট পার হয়ে যান ব্যক্তিগত ১৫০ রান। ভারতের রান তখন পাঁচ উইকেটে ৫০০। তার পরেই দ্রুত রান তুলতে গিয়ে লিয়নের জোড়া বাউন্ডারি হাঁকান কোহলি। ইতোমধ্যে অক্ষর প্যাটেলও তার ৫০ রান পূর্ণ করে ফেলেন চারটি চার ও একটি ছক্কার সাহায্যে। ব্যক্তিগত ৭৯ রান করে ফিরেন অক্ষর। তখন ভারতের রান ছয় উইকেটে ৫৫৫। কোহলি কিন্তু ছুটছিলেন ত্রিশতরানের দিকে। কিন্তু টম মার্কির বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন লাবুশমের হাতে। বিরাট ৩৬৪ বলে অশ্বিন এবং উদেনেশ যাদব। চোটের জন্য শ্রেয়স ব্যাট করতে পারেননি। তাই ভারতের ইনিংস শেষ হয় ৫৭১/৯ রানে। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ৯১ রানে লিড নেয়।

জবাব দিতে নেমে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে তিন রান করেছে।

গিল অশ্বিনের প্রশংসায় সৌরভ

কলকাতা, ১২ মার্চ : বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ ও শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তারকা ব্যাটসম্যান শুভমান গিলের দুর্দান্ত নক খেলার পরে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় ক্রেনার ভক্তন গিলের প্রশংসা করে বেশ কিছু কথা বলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘ব্যাট করার জন্য এটি একটি ভালো উইকেট। তারা শেষ তিনটি ম্যাচে কিছু কঠিন উইকেটে পরেয়েছে। এটি একটি সঠিক উইকেট, তাই তারা ভালো ব্যাটিং করেছে। শুভমন গিল খুব চিত্রকরক ‘তিনি দুর্দান্ত ফর্ম নিয়েছেন’। খেলার ফর্ম্যাটের মধ্যে ভুলনা করে সৌরভ আরও বলেছেন, ‘দুটিই আলাদা বিষয়। আমাদের টেস্ট ক্রিকেটকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে হবে, এটিই গুরুত্বপূর্ণ।’ সৌরভ বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশ ভালো ব্যাটিং করেছে ও দায়িত্ব সহকারে সেঞ্চুরি করল। প্রথম তিনটে টেস্টে ব্যাট করা সহজ ছিল না। সেখান থেকে এই টেস্টের উইকেট ব্যাটারদের পক্ষে সুবিধাজনক। সেই সুযোগটিও কাজে লাগিয়েছে।’

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ এবং শেষ টেস্ট ম্যাচ সম্পর্কে আরও কথা বলতে গিয়ে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রিচরডন অশ্বিনের প্রশংসা করেছেন, যিনি বল হাতে নিজেকে ফের প্রমাণ করেছিলেন। ‘স্পিন আইকন অর্ধিন ৪র্থ টেস্টের ১ম ইনিংসে ছয় উইকেট নিয়েছিলেন। সৌরভ বলেন, ‘সে একজন ক্লাস বোলার। ব্লাট্ট উইকেটে সে অশ্বিন সব্ভিই ভালো করেছে।’

ভারতে এসে মোট ৫৫ উইকেট রিচি, কোটিনদের অনেক পিছনে ফেললেন লিয়ন

আমেন্দাবাদ, ১২ মার্চ : নাথান লিয়ন যেন নিজেকে বারোবারে ছাপিয়ে যাচ্ছেন। এ বার ভারতে গিয়ে গড়ছেন একের পর এক রেকর্ড। আমদাবাদের ব্যাটিং সহায়ক পিচেও তিনি পিছনে ফেললেন ডেরেক আন্ডারউড, রিচি বেউ, কোটিন ওয়ালাশ, মুখাইয়া মুরলিধরনদের। ভারতে এসে সফরকারী দলের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড এখন লিয়নের বুলিতে। ভারতে এসে তিনি মোট ৫৫টি উইকেট নিয়ে নজির গড়ছেন।

শনিবার শুভমান গিলাকে আউট করে নাথান লিয়ন স্পর্শ করেছিলেন ইন্ডাভন্ডের ডেরেক আন্ডারউডের। রিট্রি বোলার ভারত সফরে এসে টেস্টে ৫৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। সেই নজিরই রবিবার শ্রীকর ভরতকে আউট করে ছাপিয়ে যান নাথান লিয়ন। এ বারের বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে এখনও পর্যন্ত শ্রীকর ভরতকে নিয়ে মোট ২১টি উইকেট নিয়ে ফেলছেন নাথান লিয়ন। সেই সঙ্গে ভারত সফরে এসে তার মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫টি। এই সংখ্যা হয়তো আমদাবাদ টেস্টে আরও বাড়তে পারে।

লিয়ন এবং ডেরেক আন্ডারউড ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেউ ভারত সফরে এসে টেস্ট ক্রিকেটে নিয়েছিলেন ৫২টি উইকেট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোটিন ওয়ালাশ বেনে ৪৩টি উইকেট এবং শ্রীলঙ্কার মুখাইয়া মুরলিধরন নিয়েছেন ৪০টি উইকেট। এদের সকলকেই এ বার পিছনে ফেলে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান নাথান লিয়ন।



গোলের পর এমবাপেকে অভিনন্দন মেনির।

এমবাপের শেষ সময়ের গোলে জিতলো পি এস জি

প্যারিস, ১২ মার্চ : প্রথমার্ধেই সমতা ফেরানো ব্রেস্ত শেষ দিকে জয়ের আশায় একটু বেশিই ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে পিএসজি। কিলিয়ান এমবাপের যোগ করা শেষ সময়ের গোলে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা মাঠ ছেড়েছে তিন পরেন্ট নিয়ে। ব্রেস্তের মাঠে শনিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে পিএসজি। কালোস সলের সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা ফরানার ফঁক অনুধ। যোগ করা সময়ে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপে।

বায়ার্ন মিউনিখের কাছে দুই লেগেই হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নেওয়া ক্লিকফ গার্লতিয়ের দল ফিরল জয়ে। তবে রক্ষণ আর আক্রমণভাগ নিয়ে দৃশ্চিন্তা থেকেই গেল। ম্যাচজুড়ে লিওনেলে মেসি দিকে লেগে জড়ায় জালে। দারুণ এক প্রতি আক্রমণে ৪৩তম মিনিটে সমতা ফেরায় ব্রেস্ত। রোমী দেল কাস্তিয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে সেহিও রামোসকে এড়িয়ে জানলুইজি দোমারগস্মাকে পরাস্ত করেন অনুধা।

শেষের মতো প্রথম ভালো সুযোগটা পেয়েছিল পিএসজি-ই। চতুর্থ মিনিটে মেনির দুর্দান্ত ফ্রিকিকে গোলামুখে বল পেয়ে যান এমবাপে। ফরাসি ফরোয়ার্ডের শট ফেরে আশরাফ দাবির গারে লেগে।

সাত মিনিট পর প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল পিএসজি। পেনাল্টি স্পটের

কাছ থেকে মেসি ঠিক মতো শট নিতে না পারলে পেয়ে যান সলের। তার ভলি ব্রেস্ত গোলরক্ষক মার্কে’ বিজেত্তের হাত ছুঁয়ে ব্যর্থ হয় ক্রসবারে লেগে।

ত্রয়োদশ মিনিটে দুই জনকে কাটিয়ে শট নিতে যাচ্ছিলেন মেসি কিন্তু স্বাগতিক একজন শেষ মুহূর্ত বল কেড়ে নিলে ব্যর্থ হয় আরেকটি আক্রমণ। পরের মিনিটে মার্কে’ ভেরাজির শট ঠেকিয়ে দেন নোয়াহ ফাদিগা।

২৬তম মিনিটে এমবাপের শট আড়াআড়ি শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে।

একের পর এক আক্রমণে ব্রেস্তকে ভীষণ চাপে পিএসজি এগিয়ে যায় ৩৭তম মিনিটে। এমবাপের শট জোত ফিরিয়ে দিলে পেয়ে যান সলের। অরক্টিস এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের বুলেট গতির শট ক্রসবারের নিচের দিকে লেগে জড়ায় জালে।

দারুণ এক প্রতি আক্রমণে ৪৩তম মিনিটে সমতা ফেরায় ব্রেস্ত। রোমী দেল কাস্তিয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে সেহিও রামোসকে এড়িয়ে জানলুইজি দোমারগস্মাকে পরাস্ত করেন অনুধা।

৫৫তম মিনিটে ডি বাক্সের বাইরে থেকে মেনির শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে। পরের মিনিটে ফ্রিকিকে হেড লক্কা রাখতে পারেননি ব্রেস্ত

হলান্ডের গোলে স্বস্তির জয় সিটির



আবিপত্য করলেও ফোডেন- হলান্ডদের প্রচেষ্টায় ছিল না ধার। নিজদের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেস বরাবরই ছিল রক্ষণ জমাট রাখায় মনোযোগী।

বির্ববতা কাটিয়ে সিটি আক্রমণে ফিরে ২৮তম মিনিটে। কিন্তু হলান্ডের ব্যর্থতা বিরতির আগে মেলেনি গোলা নাথান একের পাসে গোলমুখ থেকে নরওয়ের এই ফরোয়ার্ডের ফ্রিক অবিশ্বাস্যভাবে উড়ে যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে।

সুবর্ণ সুযোগ নষ্টের হতাশায় যেন মুখড়ে পড়ে সিটির ডাগআউট। একটু পর হলান্ডের শট প্রতিহত হয় গোললাইনে।

দ্বিতীয়ার্ধেও সিটির খেলায় ফেরেনি চেনা ধার। বিক্ষিপ্ত কিছু আক্রমণ শানালেও তা প্যালেস গোলরক্ষকে পরীক্ষা নেওয়ার মতো যথেষ্ট নয়। তা মোটেও।

এরপর সিটির আক্রমণের তাল কেটে যায়। বলের নিয়ন্ত্রণে একচ্ছত্র

ডিফেন্ডার লিলিয়ঁ বাখাসসিয়ে।

সাত মিনিট পর মেনির কাছ থেকে ডি বাক্সে বল পেয়ে শট লক্কা রাখতে পারেননি এমবাপে। ৬৫তম মিনিটে আজর্জিন্টা অধিনায়কের শট কাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান ব্রেস্ত গোলরক্ষক। পাঁচ মিনিট পর তিনি ফের হতাশ করেন এমবাপেকে।

৭৮তম মিনিটে বিজেত্তকে কাটান ফরাসি ফরোয়ার্ড কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, চলে যায় মাঠের বাইরে। পরের মিনিটে মেনির উর্ট করে বাড়ানো বলে ঠিক মতো শট নিতে পারেননি নুনো মেদেদস।

নষ্ট হয় যায় দারুণ একটি সুযোগ। শেষ দিকে গোলের জন্য একটু বেশিই মরিয়া হয়ে উঠেছিল ব্রেস্ত। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে প্রতি আক্রমণে বল পেয়ে প্রথম স্পর্শেই এমবাপেকে ঝুঁজে নেন মেসি। শট টাইমিং ও গতি ছিল দুর্দান্ত। ‘ওয়ান-অন-ওয়ান’ এবার কোনো ভুল করেননি এমবাপে।

গোলরক্ষককে কাটিয়ে কানের পোস্ট দিয়ে ফাঁকা গোলে বল পাঠান তিনি।

২৭ ম্যাচে ২১ জয় ও তিন ডুয়ে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ ওয়ানের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে নিজেরদে মেনির আরও মজবুত করল পিএসজি। এক ম্যাচ কম খেলা মার্সেই ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ব্রেস্ত আছে ১৫ নম্বরে।

আই এস এলের ফাইনালে বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু। ১২ মার্চ : আই এস এলের ফাইনালে বেঙ্গালুরু। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে দুমহিরের বিপক্ষে উত্তেজনাপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নিল বেঙ্গালুরু। নাতকীয় ম্যাচে সাতনে ডেখে ৯-৮ গোলে জয় পায় তারা। নির্ধারিত সময়ের গোলে শেষে ২-১ এগিয়ে ছিলো মুম্বাই। তবে ২ লেগ মিলিয়ে খেলার ফলাফল ২-২। এই কারণে অতিরিক্ত সময়ে গড়াুল ম্যাচ। সাতনে ডেখে জয় পায় বেঙ্গালুরু।

গ্রুপ পরে দারুণ পারফরম্যান্স করে শীর্ষে থাকার সুবাদে সরাসরি সেমিফাইনালে খেলার হাডপন্ন ছিনিয়ে নেয় মুম্বাই। অন্য দিকে গ্রুপের লড়াইয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল বেঙ্গালুরু। কেবালার বিপক্ষে প্লে অফ খেলে সেমিফাইনালে উঠে আসতে হয় তাদের। অপরদিকে

মুম্বাইকে তাদের ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে পরাজিত করে বেঙ্গালুরু। এই অবস্থায় বেঙ্গালুরু তাদের ঘরের মাঠে ড্র করলেই করে ফাইনালে পৌঁছে যাবে।

মাদ্রেরা আট মিনিটে গুরুপ্রতি ফাউল করেন পেরেরা দিয়াজকে। মুম্বাই পেনাল্টি পিচ (পেনা স্ট্রীয়ারে পেনাল্টি থেকে নেওয়া শট সেভ করেন গুরুপ্রীত। ম্যাচের ২২ মিনিটে জাভির গোলে এগিয়ে গেল বেঙ্গালুরু। শিবশক্তি ক্রস ব্যান্ডন জাজিকে। জাবির গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ম্যাচের ৩০ মিনিটে রাওলিনের শট গুরুপ্রতি সেভ করেন। দ্বিরতি বলে গোল করেন রিপিন। ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে মুম্বাই। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে মোহেতাব গোল করলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় মুম্বাই। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষে ২-১ এগিয়ে মুম্বাই। তবে ২ লেগ মিলিয়ে খেলার ফল ২-২। এই কারণে অতিরিক্ত সময়ে গড়াুল ম্যাচ। অতিরিক্ত সময়ে গোলা না হলে টাইব্রেকারে গড়াুল ম্যাচ। বেঙ্গালুরু সাতনে ডেখে ৯-৮ গোলে জয় পায়।

মহিলা প্রিমিয়ার লিগে জয় পেলো মুম্বাই

মুম্বাই, ১২ মার্চ : মহিলা প্রিমিয়ার লিগে জয় পেলো মুম্বাই। তারা আট উইকেটে পরাজিত করে ইউপিকে। প্রথম ব্যাট করে ইউপি ছয় উইকেটে করে ১৫৯ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বাই দুই উইকেটে ১৬৪ রান করে জয় পায়।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউপি। ইউপির অ্যালিসা হিলি, বৌবীকা বৈদ্য ওপেন করেন। স্কোরবোর্ডে আট রান সংগ্রহ হতেই ছয় রান করে আউট হন বৌবীকা বৈদ্য। নাভগিরে ১৭ রানে আমেলিয়া কেরের বলে ইয়াস্জিকার হাতে কাচ নেন। ইউপির ৫৮ রানে দুই উইকেটের পতন ঘটে। সেই জায়গা থেকে অহ্লিা, অ্যালিসা হিলি দলের স্কোর নিয়ে যান ১৪০ রানে। ৫৮ রান করে আউট হয়েছে অ্যালিসা হিলি। ৫০ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরেন তাহ্লিা ম্যাকক্স। ইউপি ছয় উইকেটে ১৫৯ রান করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বাই যস্জিকা ভাটিয়া(৪২), হেইলি ম্যাথিউস (১২) ন্যাট সিভা ব্রাস্ট (৪৫), হরমলপ্রীত কৌর (৫৩) ব্যাটে দুই উইকেটে ১৬৪ রান করে জয় পায়।

১২ মার্চ : এস্প্যানিওলের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা আক্রমণাত্মক ফুটবলে কাটিয়ে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ। চমৎকার গোলে পথ দেখালেন ভিনিসিউস জুনিয়র। তিন ম্যাচ পর স্বস্তির জয় পেল কার্লো আনচেলত্তির দলের।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার লা লিগার ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। হোসেনুর গোলে পিছিয়ে পড়ার সমতা টানেন ভিনিসিউস। পরে এদের মিলিতাও দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান মার্কে আসেনসিও। দারুণ এই জয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল রিয়াল। তবে একটি ম্যাচ কম খেলেছে বার্সেলোনা।

আসরে প্রথম দেখায় গত আগস্টে করিম বেনজেমার শেষের দুই গোলে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল রিয়াল। চোটের কারণে ফিরতি লেগে খেলতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড।

লিগে চেনা দুই ড্রয়ের মাঝে কোপা দেল রেতে বার্সেলোনার বিপক্ষে হারের হতাশায় মাঠে নামা রিয়াল গোল খেয়ে বসে গুরুত্বই। প্রতি-আক্রমণে মারামাঠ থেকে সতীর্থের বাড়ানো থু বল ধরে বক্সে বাড়ান রুবেন সানচেস। আর বী পায়ের দারুণ উচু শটে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড হোসেলে।

পঞ্চদশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। তবে ভিনিসিউস সোনার হেড কাঁপিয়ে ঠেকান রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া।

গুরর চাপ সামলে এরপর



আক্রমণের বাড় বইয়ে দেয় রিয়াল। ভিনিসিউসের দারুণ নৈপুণ্যে সমতার দেখা পায় তারা ২২তম মিনিটে।

তনি ক্রুনের পাস পেয়ে বী দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন ভিনিসিউস। প্রথমে দুজনের চ্যালেঞ্জ সামনে কিছুটা কোনোকুনি এগিয়ে আরও দুই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে ডান পায়ের জোরালো শটে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

প্রথমার্ধেই গোলের উদ্দেশ্যে ১৫টি শট নিয়ে চারটি লক্কা রাখা রিয়াল এগিয়ে যায় ৩৯তম মিনিটে। অহেলিয়া চুয়ামেনির ক্রসে হেডে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মিলিতাও। দ্বিতীয়ার্ধে রিয়ালের আক্রমণের ধার কমে যায়। প্রথম ২৫ মিনিটে তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। এর সুবিধা নিতে পারেনি এস্প্যানিওলও।

৭১তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ ব্যবসে টনি ক্রুনের সামনে। ডি-বক্সের বাইরে থেকে বী পায়ের জোরালো শট নেন জার্মান মিডফিল্ডার, ক্রসবারের

একটু উপর দিয়ে উড়ে যায় বল।

চার মিনিট পর ২৫ গজ দূর থেকে রব্রিগোর ফ্রি-কিকে বল রক্ষণ দয়ালের ওপর দিয়ে গিয়ে ক্রসবারে বাধা পায়।

যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে জয় নিশ্চিত করেন আসেনসিও। নাচো ফের্নান্দেসের পাস বক্সে পেয়ে বী পায়ের শটে গোলটি করেন লুকা মদ্রিচের বদলি নামা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

২৫ ম্যাচে ১৭ জয় ও পাঁচ ডুয়ে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফেলছেন ডেরেক আন্ডারউড, রিচি বেউ, কোটিন ওয়ালাশ, মুখাইয়া মুরলিধরনদের। ভারতে এসে সফরকারী দলের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড এখন লিয়নের বুলিতে। ভারতে এসে তিনি মোট ৫৫টি উইকেট নিয়ে নজির গড়ছেন।

শনিবার শুভমান গিলাকে আউট করে নাথান লিয়ন স্পর্শ করেছিলেন ইন্ডাভন্ডের ডেরেক আন্ডারউডের। রিট্রি বোলার ভারত সফরে এসে টেস্টে ৫৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। সেই নজিরই রবিবার শ্রীকর ভরতকে আউট করে ছাপিয়ে যান নাথান লিয়ন। এ বারের বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে এখনও পর্যন্ত শ্রীকর ভরতকে নিয়ে মোট ২১টি উইকেট নিয়ে ফেলছেন নাথান লিয়ন। সেই সঙ্গে ভারত সফরে এসে তার মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫টি। এই সংখ্যা হয়তো আমদাবাদ টেস্টে আরও বাড়তে পারে।

লিয়ন এবং ডেরেক আন্ডারউড ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেউ ভারত সফরে এসে টেস্ট ক্রিকেটে নিয়েছিলেন ৫২টি উইকেট, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোটিন ওয়ালাশ বেনে ৪৩টি উইকেট এবং শ্রীলঙ্কার মুখাইয়া মুরলিধরন নিয়েছেন ৪০টি উইকেট। এদের সকলকেই এ বার পিছনে ফেলে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান নাথান লিয়ন।



মুরাজনগরে পোড়ানো হল রাবার বাগান।



উদয়পুর কিল্লা আঠারোভোলা বাজারে ভস্মীভূত দোকানপাট।

ধ্বজনগরের বাম কর্মী প্রয়াত, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উদয়পুর, ১২ মার্চ: উদয়পুর ধ্বজনগরের সি পি আই (এম) সদস্য বরণ চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। রবিবার বিকেলে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাহীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

প্রয়াত বরণ চক্রবর্তী সি পি আই (এম) ধ্বজনগর অঞ্চল কমিটি অঙ্গত ধ্বজনগর তহশিল ব্রাঞ্চের সদস্য ছিলেন। তিনিদিন আগে নিজ বাড়িতে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে গেমতী জেলা হাসপাতালে হয়ে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবিবার বিকেলে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

প্রয়াত বরণ চক্রবর্তী এই বয়সেও ছিলেন সক্রিয় মরদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে নেমে আসে শোকের ছায়া। পাড়া প্রতিবেশীসহ স্থানীয় পার্টি কর্মী, নেতৃত্বের প্রয়াতের বাড়িতে ছুটে যান। সি পি আই (এম) ধ্বজনগর অঞ্চল কমিটি বরণ চক্রবর্তীর আকস্মিক প্রয়াশে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবার, পরিজনদের প্রতি জানিয়েছে গভীর সমবেদনা।

বিলেীনীয় বিশিষ্ট নাগরিক লীলা মজুমদার প্রয়াত : শোক



নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিলেীনীয়া, ১২ মার্চ : প্রয়াত হলেন বিলেীনীয়া শহরের বিশিষ্ট নাগরিক লীলা মজুমদার (৭২)। বাড়ি জীবনে তিনি ছিলেন ত্রিপুরা দর্শণ পত্রিকার বিলেীনীয়ার সাংবাদিক তপস মজুমদারের (টিটু) মা। গত তিন মাস শচীন পূর্বে বাম পন্থী আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক প্রাক্তক শিক্ষক কর্মচারী নেতা তথা তপস মজুমদারের বাবা গোপাল মজুমদার প্রয়াত হন। শনিবার সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটি আগরতলা বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন সাংবাদিকের মা লীলা মজুমদার। শনিবার দুপুরে লীলা মজুমদারের মরদেহ বিলেীনীয়া শালচিত্রিত নিজ বাড়িতে পৌছাতেই কামায় তেড়ে পেড়ে গোটো প্রতিবার পরিচয়। শোকহত হয়ে পরে গোটো এলাকা। সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগের খবর পেলে বাড়িতে গিয়ে প্রয়াতকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) বিলেীনীয়া মহকুমা সম্পাদক তপস দত্ত, পার্টি নেতা দীপকর সেন, অশোক মিত্র, বিলেীনীয়ার প্রেসক্লাবের সভাপতি মেহশিন চক্রবর্তীসহ বিলেীনীয়া প্রেসক্লাব ও বিলেীনীয়া কর্মরত সাংবাদিকগণ, গৌতম সরকারসহ বিশিষ্ট জনেরা। প্রয়াণকালে তিনি একমাত্র পুত্র, দুই কন্যা, পুত্রবধূ জামাতা নানি-নাতনি আত্মীয় পরিজন শুভানুধ্যায়ীদের রেখে যান।

‘বাজেয়াপ্ত তালিকা প্রকাশ্যে জানাক’ বিজেপি-কে চ্যালেঞ্জ জানানেন তেজস্বী

নয়া দিল্লি, ১২ মার্চ : যুব কোলেক্টার নিয়ে হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অতি সক্রিয়তায় শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকে দৃশ্যলেনই না, উলটে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। ৬০০ কোটি টাকার অপরাধ হয়েছে জমির বিনিময়ে চাকরি কোলেক্টারিকে ঘিরে বলে শনিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) যে খবর চাউর করে দিয়েছে তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রবিবার তেজস্বী বলেছেন, ‘আমাদের বাসভবনে তদন্ত চলিয়ে যা যা বাজেয়াপ্ত করেছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করুক বিজেপি। তার অভিযোগ, অতীতে এমন বহু কোলেক্টারি হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হলেও পরে বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।

গত দুদিন ধরেই আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, তার স্ত্রী বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তেজস্বী যাদবের দিল্লি এবং পানটার বাসভবনে তদন্ত অভিযান চালাচ্ছে ইডি। এরই মাঝে এই তদন্তে ঢুকে গিয়েছে সিবিআই-ও। শনিবার সিবিআই তেজস্বীকে তলব করলেও অন্তস্তস্ত্র স্ত্রীর অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে

তিনি হাজিরা দেননি। আরজেডি সহ দেশের বিরোধী দলগুলির অভিমত, বিরোধী স্বরের কঠোর করতাই বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সূচন্যভাবে বিভিন্ন কোলেক্টারির অভিযোগ সামনে এনে ইডি, সিবিআই-কে ব্যবহার করছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার।

আরজেডি নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে ৬০০ কোটি টাকার কোলেক্টারির কথা শুধু মুখে নয়, টুইট করেও জানিয়ে দেয় ইডি। এর বিরুদ্ধেই এদিন পাল্টা টুইট করে সরব হয়েছেন তেজস্বী। তিনি সরাসরি বিজেপির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, ‘সব তালিকা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিক। ২০১৭ সালের কথা মনে করুন। আমাদের বিরুদ্ধে ৮ হাজার কোটি টাকার তালিকা প্রকাশ করা হোক জনসমক্ষে। নাহলে এসব বিবাস্তবতার ওপর প্রচার বন্ধ করা হোক। উল্টোদিকে আমরা যদি অনেককিছু প্রকাশ্যে নিয়ে আসি

আঠারোভোলা বাজারে তিন দোকান ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উদয়পুর, ১২ মার্চ : নাকশক্তার আগুনে পুড়ে ছাই তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন আঠারোভোলা বাজারের। এতে আতঙ্ক গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আঠারোভোলা বাজারে দীর্ঘ বছর যাবত জটি-উপজাতি উভয় অংশের লোকজন ব্যবসা করে আসছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ব্যবসা সেরে দোকানীরা বাড়িতে চলে যায়। গভীর রাতে আচমকা আঠারোভোলা বাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ দেখতে পায় বাজারের বিধবৎসী আগুনের লেলিহান শিখা। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা ছুটে এসে চিংকার চোঁচামেচি শুরু করলে এলাকার বাকি লোকজনও বাজারে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় উদয়পুর দমকল কর্মীদের। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও ততক্ষণে কাদির মিঞার খাবারের দোকান, সুভাষ শীলের কাপড়ের দোকান ও বলিষ্ঠ রেমার মাটির তৈরি জিনিসের দোকান আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিমত দমকল কর্মীরা সঠিক সময়ে না পৌঁছলে পার্শ্ববর্তী আরও দোকান ভস্মীভূত হয়ে যেত। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে প্রাথমিক ধারণা। সাধারণ মানুষ ধারণা করছেন নাকশক্তার আগুনেই পুড়েছে তিনটি দোকান। এটিকে রাতেই কিল্লা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্ত করে আসেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ব্যাপক লক্ষ্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ধরনা চলছেই

নয়া দিল্লি, ১২ মার্চ: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ই-মার্কেটের (জি ই এম) মাধ্যমে ক্রয় নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ধরনা প্রদর্শন পাল্টা দিন পেরিয়ে গেল। শত শত কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সামনে এই ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এই ধরনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মাসত্বের পথে তাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছে।

জি ই এম হচ্ছে শিক্ষণ ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনের একটি অনলাইন পোর্টাল। যার মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার গ্রহণ করার কাজও হয়ে থাকে। কর্মীদের অভিযোগ হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে, তাতে কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা আর থাকছে না। স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন, গ্র্যাডুয়েট মত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে ধীরে ধীরে।

দিল্লি ইউনিভার্সিটি এন্ড কলেজ কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি দেবেন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, ‘স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে এসে সরকার মুখে অনেক ভালো কথা বলে বাস্তবে আমাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রতিটি কাজেই ব্যাপক ভাবে বেসরকারি মধ্যস্থত্বভোগীদের যুক্ত করছে। প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের যদি এইরকম শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা সেটা মানবেন কি? তাহলে অন্যের বেলায় এই ধরনের মানসিকতা কেন?’

প্রাণী সম্পদ দপ্তরে আউটসোর্সিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ মার্চ : বি জে পি সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হতেই রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে সরকারি নিয়োগের বেসরকারিকরণ। বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থাগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আউটসোর্সিং এর নামে কর্মীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এক চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কায়দা চলছে।

গত ৮ মাস শপথ নিয়েছে দ্বিতীয় বিজেপি সরকার। আর রবিবার অর্থাৎ ১২ মার্চ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা আর কে নগরের কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড এ-টাই এর জন্য ১০ জন নিরাপত্তা রক্ষী সরবরাহ করতে দরপত্র আহ্বান করেছেন। ই-টেন্ডারের মাধ্যমে নিরাপত্তা রক্ষী দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা জানাতে বলা হয়েছে। প্রথম বিজেপি সরকার গত পাঁচ বছরে অনা অনেক দপ্তরের মতো প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে একজন কর্মী আধিকারিক নিয়োগ করেনি। কর্মী স্বল্পতায় ভুগাচ্ছে দপ্তরটি। পাঁচ বছরে কয়েকবার দপ্তরে কেবল অধিকর্তা পালটানো হয়েছে। একবার টি সি এস অফিসার, অন্যবার টি এফ এস অফিসারকে এনে দপ্তরের মাধ্যমে বসানো হয়েছে। যাদের প্রাণী সম্পদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। ফলে সুযোগ পেয়ে তাদের মাথার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন সরকারপন্থী একটি স্বার্থাধেয়ী চক্র।

প্রয়োজনীয় কর্মী ও আধিকারিকের অভাবে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অত্যাবশ্যকীয় জরুরি পরিষেবা বন্ধের মুখে। প্রাণী চিকিৎসা ব্যবস্থা ডেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিন চারটা প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র দেখভাল করতে মাত্র একজন চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় প্রাণী প্রতিপালক কৃষকরা পড়েছেন মহা সমস্যায়। এই অবস্থায় দপ্তর নির্বাহী উপদায়ী। তাই আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করে পরিস্থিতি আপাতত সামাল দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়ে গ্রেপ্তার

কোয়েম্বাটোর, ১২ মার্চ : কার্ল মার্কস সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর রাজপাল আর এন রবিকে কালো পতাকা দেখিয়ে গ্রেপ্তার হলেন সিপিআই(এম)’র জনা পঞ্চাশেক কর্মী। নীলগিরির জেলাগুলিতে পাঁচদিনের স্বক্রেত ছিলেন রবি। এদিন ইশা যোগা সেন্টার ঘুরে চোমাইয়ে বিমান ধরতে যাওয়ার পথে বিমানবন্দরের কাছেই এক সিগনালে অপেক্ষা করছিলেন সিপিআই(এম) কর্মীরা। সিপিআই(এম)’র জেলা সম্পাদক পদ্মনাভনের নেতৃত্বে পাটিকর্মীরা কালো পতাকা নিয়ে হাজির ছিলেন। কিন্তু রাজপাল পৌঁছানো ঠিক আগেই পুলিশ এসে তাঁদের আটক করে নিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যভবনে দীর্ঘদায়াল উপাধ্যায়ের একগুচ্ছ বইয়ের ভারিউৎসব প্রকাশ করে রবি বলেন, তারিউৎসব, কার্ল মার্কস, রুশের তত্ত্ব আমাদের জাতীয় বিকাশের ক্ষতি করেছে। প্রশাসনিক প্রধানের এমন ঘৃণা মন্তব্যের প্রতিবাদেই সিপিআই(এম) কর্মীরা রাজপালকে কালো পতাকা দেখান।

ঘর পুড়ে তিন সন্তানসহ মৃত দম্পতি

কানপুর, ১২ মার্চ : রবিবার ভোর রাতে কানপুরের হারানো গ্রামে এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরেক মহিলা। সন্দেহ করা হচ্ছে, শট সাকিট থেকেই আগুন লেগেছে দিনমজুরের ঘরটিতে। নিহতরা হলেন দিনমজুর সতীশ (২৭), তাঁর স্ত্রী কায়ল (২৪), তাঁদের ছেলে সানি (৭), সন্দীপ (৪) ও গুড়িয়া (২)।

সংসদ অভিযানে অংশ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরাও

বিশেষ প্রতিনিধি।। নয়া দিল্লি, ১২ মার্চ : গুরা কেউ জানালেন মজুরি মিলেছে না। কেউ জানালেন সামাজিক পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরা এবং সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনে লক্ষ্যেই এই কনভেনশন। যে শ্রমিকরা এখানে এসেছিলেন এদিন, তারা পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলার বাসিন্দা। জেলাভিত্তিক তারা অভিমত জানান।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। কেন অসংগঠিত কেন্দ্রে এই সব শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন, তার ব্যাখ্যা দেন। শ্রমিকরা সংগঠিত হলেই শাসকরা কীভাবে তা ভাঙতে বড়ো চেষ্টা করছে সেই উদাহরণও তুলে

রাজ্য কমিটির ডাকে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। দিল্লিতে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরা এবং সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনে লক্ষ্যেই এই কনভেনশন। যে শ্রমিকরা এখানে এসেছিলেন এদিন, তারা পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলার বাসিন্দা। জেলাভিত্তিক তারা অভিমত জানান।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। কেন অসংগঠিত কেন্দ্রে এই সব শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন, তার ব্যাখ্যা দেন। শ্রমিকরা সংগঠিত হলেই শাসকরা কীভাবে তা ভাঙতে বড়ো চেষ্টা করছে সেই উদাহরণও তুলে

ধরেন। নিরাপত্তার স্বার্থেই পরিযায়ী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। সিআইটিইউ দিল্লি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনুরাগ সান্দ্রনা, সিআইটিইউ নেতা প্রশান্ত নন্দী চৌধুরী, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাই থ্রাস্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি এম এস সাদী এবং সাধারণ সম্পাদক আশাদউল্লা গায়ের বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা দিল্লিতে স্ব স্ব কেন্দ্রের সিআইটিইউ ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হবেন। ৫ এপ্রিল সংসদ অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা সর্বোত্তমভাবে অংশগ্রহণ করবেন বলেও কনভেনশন থেকে স্থির হয়েছে।

প্রাথমিক হিসাব ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মেহনতি শামিল হবেন ৫ এপ্রিল দিল্লির সমাবেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়া দিল্লি, ১২ মার্চ: প্রাথমিক হিসাব ছাপিয়ে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেহনতি মানুষ শামিল হবেন ‘মজদুর কিষান সংঘর্ষ সমাবেশ’-এ। আগামী ৫ এপ্রিল দিল্লিতে যৌথভাবে এই সমাবেশের ডাক দিয়েছে সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিআইটিইউ), সারা ভারত কৃষকসভা (এআইকেএস) এবং সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন (এআইএডব্লিউএ)। দেশে সম্পদ উৎপাদনকারী শ্রেণিগুলি, শ্রমিক কৃষক, ক্ষেতমজুর যৌথ আন্দোলনকে আরও সুসংহত করাই এই সমাবেশে মিলিত হবেন। রবিবার যৌথ বিবৃতিতে একথা জানালেন এই তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুররা ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত শ্রমজীবীরা এই সমাবেশে অংশ নেবেন। বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরাও অংশ নেবেন। এই মুহূর্তে সমাবেশ সফল করতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে দেশজুড়ে। মোদি সরকারের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রতিরোধ গড়ে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই ‘মজদুর কিষান সংঘর্ষ সমাবেশ’কে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন সিআইটিইউ’র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন, এআইকেএস’র সাধারণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণন এবং এআইএডব্লিউএ’র সাধারণ সম্পাদক বি ভেনকট। হরিমের যৌথ বিবৃতিতে তারা দেশের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে এই সমাবেশের প্রতি সংঘতি জানাতে এবং অংশ নিতেও বলেছেন।

সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। গত চার মাস ধরে রাজ্য, জেলা এবং অঞ্চলে, অঞ্চলে সমাবেশের দাবিগুলিকে নিয়ে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চলেছে জোর কদমে। ইতোমধ্যে কনভেনশন ছাড়াও মিছিল, জাঠা, ছোট ছোট সভা, পথ সভা, দেওয়াল লিখন, লিফলেট বিলিঙ্গ মধ্য দিয়ে দেশের সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ৫ এপ্রিলের সমাবেশে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রচার সংগঠিত হচ্ছে। প্রচার আন্দোলনে স্বতন্ত্র স্ফূর্ত সাড়া মিলছে বলেও জানানো হয়েছে এদিনের বিবৃতিতে।

এই যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আদানি, আদানির মতো ধান্দাবাজদের ‘অমৃতকাল’ সুনিশ্চিত করতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা জারি রেখেছে মোদি সরকার। শ্রমিক, কৃষককে নিপেষণ এবং লুটতরাজ চালাচ্ছে হচ্ছে মোদি দেশ। কর্পোরেটের স্বার্থবাহী নীতির কারণে সিআইটিইউ’র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন, এআইকেএস’র সাধারণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণন এবং এআইএডব্লিউএ’র সাধারণ সম্পাদক বি ভেনকট। হরিমের যৌথ বিবৃতিতে তারা দেশের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে এই সমাবেশের প্রতি সংঘতি জানাতে এবং অংশ নিতেও বলেছেন।

শামিল হবেন শ্রমজীবী জনতা। জনস্বার্থবাহী নীতি সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের মতো পাঁচটি মৌলিক অধিকারকে গ্যারান্টি করতেই ওই দিন সমাবেশে মিলিত হবেন গোটা দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ। একথা উল্লেখ করে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রতি মাসে সব শ্রমিককে ২৬ হাজার টাকার ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সি ২+৫০ শতাংশ নীতি মেনে সব কৃষকের সব ফসলের এমএসপি দেওয়ার দাবি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হবে এই সমাবেশে থেকে। এছাড়াও উৎপাদিত সব ফসলের সরকারি সংগ্রহ নিশ্চিত, চার শ্রম কোড বাতিলের দাবিও জানানো হবে। এমএনএপা’র ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৬০০ টাকার মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। শহর এলাকায় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবি জোরালো ভাবে শাসকের কাছে পৌঁছে দিতেই এই সমাবেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই বিবৃতিতে।

কংগ্রেস নেতার বাড়ি জবর দখলের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ মার্চ : জিবি বাজারে কংগ্রেস নেতার বহুতল বাড়ি জবর দখলের চেষ্টা করছে শাসক দল। পরিচিত কংগ্রেস নেতা শ্যামল পালের গুণ্ডুগুণ্ডে দোকানসহ তার সেই বহুতল বাড়িতে বেআইনিভাবে তাল দেওয়া হয়েছে সেখানে বি জে পি’র পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই অভিযোগ করেছেন শামল পাল। তিনি অভিযোগ করেছেন তার গুণ্ডুগুণ্ডে দোকানসহ বাড়িটিতে তার দেওয়া তালার উপরে আরও ৩০ থেকে ৩৫ টা তালার খুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ও শাসক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ জানানো হলেও এখনো কর্মসংস্থান থেকে বি জে পি’র পতাকা সরানো হয়নি। খুলে দেওয়া হয়নি তাল। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন তার দোকানের কর্মচারীদের মারধর করাসহ বোমাবাজি করা হয়েছে। গোটা ঘটনার বিচার চলেছেন প্রবীণ গুণ্ডুগুণ্ডে ব্যবসায়ী শ্যামল পাল।